সাইয়িদ আহমদ শহীদ বেরেলবী (রঃ)-এর জীবনী

মাওলানা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী
MOULANA MD. IMAD UDDIN CHOWDHURY FULTALI

সাইয়িদ আহমদ শহীদ বেরেলবী (রহঃ)-এর জীবনী

মাওলানা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী (ফুলতলী)

ফুলতলী পাবলিকেশন

প্রকাশক
ফারহান আহমদ চৌধুরী রেদা
ফুলতলী ছাহেব বাড়ী
জকিগন্জ, সিলেট

প্রকাশকাল

প্রথম সংস্করণ ঃ
১৯৯২ ইংরেজী
১৩৯৯ বাংলা
১৪১৩ হিজরী

চতুর্থ সংস্করণ ঃ
জানুয়ারী- ২০১৬ ইংরেজী
পৌষ- ১৪২২ বাংলা
রবিউল আউয়াল- ১৪৩৭ হিজরী

বিনিময় ঃ ২০ টাকা

সূচীপত্র

ভূমিকা

সকল প্রশংসা সেই রাহমান রাহীম আল্লাহ তাআলার, যিনি আমার মত এক শুষ্ক হৃদয় বান্দার অন্তরে এমন এক আদর্শ মানুষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসার বীজ বুনেছেন, যার সংস্পর্শে মানুষের হৃদয় কুসুম আজো প্রস্ফুটিত হয়। সালাত ও সালাম সেই মহামানব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যার আদর্শে বিশ্বাসী সাচ্চা উম্মতেরা মজলুম অসহায় অবস্থায়ও খোদার কাছে মুনাজাত করেন "হে খোদা যতদিন বেঁচে আছি" আমরা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাঁটি উম্মত হিসাবে বেঁচে থাকি।

সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রঃ) সম্পর্কে কেন এত জিজ্ঞাসু হয়েছিলাম ঠিক জানিনা। তবুও স্মৃতির বিবর্তনী আয়নায় কেমন করে তিনি সুন্দর রূপে প্রতিবিম্বিত হয়েছিলেন তারও একটা ইতিহাস আছে। বাল্য বয়সে শুনতাম আমার নানা মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী (রঃ) আবেগময় কণ্ঠে নিম্নোক্ত মুনাজাত প্রায়ই পড়তেন।

خنجر تسلیم سے کر اے خدا مجھکو شہید
سید احمد غازی پیر ھدی کے واسطے

বস্তুতঃ তখন থেকেই সাইয়িদ আহমদ (রঃ) সম্পর্কে জানবার আগ্রহ জন্মেছিল। কয়েক বৎসর পর পৃথিবীর পাঠশালায় পাঠ নিতে যেয়ে মনে মনে ঠিক করলাম, সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে বাংলা ভাষায় সাইয়িদ আহমদ (রঃ) এর একখানা জীবনী লিখব। এ কাজে হাত দিয়ে বহু নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করি।

সিলসিলা পরিচিতি

আমার পীর ও মুরশিদ, ওয়ালিদ মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব (রঃ) থেকে হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পর্যন্ত তাসাউফের চার তরীকার ছিলছিলা নিম্নরূপ-

১.ভারতের আযাদী আন্দোলনের অগ্রদূত শহীদে বালাকুট হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ বেরেলবী (রঃ)।

২. হাদিয়ে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ)।

৩. হযরত মাওলানা হাফিয আহমদ জৌনপুরী (রঃ)

৪. হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী (রঃ)

৫. মুরশিদে বরহক হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ চৌধুরী ছাহেব কিবলা ফুলতলী (রঃ)

উল্লেখ্যঃ চিশ্‌তিয়া, কাদিরিয়া, নকশবন্দিয়া ও মুজাদ্দেদিয়া তরীকার সকল বুযুর্গানে কিরামের নাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত আমাদের প্রকাশিত (উর্দু ভাষায় রচিত) শজরায় আছে। তাছাড়া হযরত বদরপুরী (রঃ)-এর মুনাজাতে ইয়াকুবীর মধ্যে আছে।

গুণগ্রাহী পাঠক বর্গের অনুরুধে প্রয়োজনীয় সংশোধন সম্পন্ন করে পুণরায় পুস্তকখানা প্রকাশ করলাম। আমার ছোট পুস্তক খানাকে একখানা সম্পূর্ণ জীবনী গ্রন্থের রূপদান করার মত অবসর পাইনি।

অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার মত গুরূত্বপূর্ণ বিষয় তাসাউফ, আলহামদুলিল্লাহ তাসাউফ বাক নির্ভরশীল নয়। তাসাউফের স্থান মুমিনের ক্বলবে। তাসাউফ বিদ্বেষী গবেষকগণ বুজুর্গানে তরিকতকে মুসলিম উম্মার চোখের আড়ালে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত আছেন।

এমতাবস্তায় বুজুর্গানে তরিকতের সঠিক পরিচিতি যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব মুসলিম সমাজের সামনে তুলে ধরা উচিত মনে করে আমার ছোট পুস্ত কখানা পুনরায় প্রকাশ করলাম। খালিছ নিয়তে যারা নিরীক্ষণ করবেন তাদের নিকট গুজারিশ, কোন অনিচ্ছাকৃত ভূল ধরা পড়লে যেন আমাকে অবহিত করেন।

মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী (ফুলতলী)
ফুলতলী ছাহেব বাড়ি
জকিগন্‌জ, সিলেট।

نگاہ مرد مؤمن سے بدل جاتی ہے تقدیریں

বালাকুট প্রান্তর শুধু ধর্মোন্মাদ জন কয় দরবেশের শাহাদাত স্থল নয়; রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সম্পন্ন মুসলমানদের ইতিহাস জিজ্ঞাসার এক পবিত্র স্থানও বটে।

سودا قمار عشق میں شیریں سے کوھکن
بازی گرچہ لے نہ سکا سر تو کھو سکا
کس منہ سے اپنے آپ کو کھتا ھے عشقباز
اے روسیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ھو سکا

এক মুরশিদে কামিল

বিশ্ব বরেণ্য আলেম ও বুযুর্গ শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রঃ)-এর ছাহেবযাদা ও খলীফা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী (রঃ)-এর প্রধান খলীফা ছিলেন সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রঃ)।

পটভূমি
এক মুজাহিদ

যুগ যুগ ধরে ভারত ভূমিতে ধর্মের নামে অধর্মের যে আবর্জনা সঞ্চিত হয়েছিল তা দূর করে খুলাফায়ে রাশিদীনের আদর্শের উপর হুকুমত প্রতিষ্ঠার পথে 'বালাকুট' প্রান্তরে শহীদ হয়ে অগণিত ভক্তের হৃদয়ে নবজীবন দান করলেন যিনি, তাঁর নাম সাইয়িদ আহমদ শহীদ বেরেলবী (রঃ)।

کشتگان خنجر تسلیم را

ہر زماں از غیب جان دیگر ست

ভ্রান্তির আঁধারে আচ্ছাদিত ভারতবর্ষে তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নূরের মশাল হয়ে জ্বলে উঠেছিলেন। বাহ্যত বালাকুট প্রান্তরে সে দীপ নিভে গেলেও তার বিচ্ছুরিত আলো আজও লক্ষ কোটি ভক্তের হৃদয়ে প্রদীপ রূপে জ্বলছে।

دین حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون

جس کا حامی ہو خدا اسکو مٹا سکتا ہے کون

দু'শত বছরের ইতিহাস সাক্ষী, এই শহীদের জ্বালানো অনির্বান দীপ শিখা যাদের হৃদয়ে জ্বলছে, তাদের কলিজা বিদীর্ণ করে শত মুখে ফুৎকার দিয়েও সে অম্লান আলো নিভানো যায়নি। ফুৎকার যে দিয়েছে হয় সে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, না হয় তার অন্ধকার হৃদয় কুন্দরে নিঃশব্দ সঞ্চার ঘটেছে সে আলোর।

Hunter সাহেবের এই প্রচেষ্টায় বিস্মিত হবার কিছু নেই; দীর্ঘ চৌদ্দশত বৎসর ধরে Hunter সাহেবদের কলমে আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের চিত্র বিকৃত করে আঁকা হয়ে আসছে।

এ ধরণের বিকৃত চিত্রপ্রিয় এক শ্রেণীর মুসলমান নামধারী লোক শুধু সাইয়িদ আহমদ (রঃ) সম্পর্কেই নয়, তারিক, মুহাম্মদ বিন কাশিম, সুলতান মাহমুদ; আওরঙ্গজেব সম্পর্কেও ধাঁধায় পড়ে কাদা ছুড়েন। দয়াময়! তোমার মকবুল বান্দাগণ সম্পর্কে আমাদের অন্তরে যেন কোন কু-ধারণা সৃষ্টি না হয়। আমীন।

শুভ জন্ম ও বংশ পরিচয়

সাইয়িদ আহমদ (রঃ) বেরেলবীর বিখ্যাত হুসাইনী সাইয়িদ পরিবারে ৬ই সফর ১২০১ হিজরী মুতাবিক ২৯শে নভেম্বর ১৭৮৬ খৃস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।

নসবনামা

সাইয়িদ আহমদ বিন সাইয়িদ মুহাম্মদ ইরফান বিন সাইয়িদ মুহাম্মদ নূর বিন সাইয়িদ মুহাম্মদ হুদা বিন সাইয়িদ আলামুল্লাহ বিন সাইয়িদ মুহাম্মদ ফুদাইল বিন সাইয়িদ মুহাম্মদ মুয়াযযম বিন সাইয়িদ আহমদ বিন সাইয়িদ মাহমুদ বিন সাইয়িদ আলা উদ্দীন বিন কুতবুদ্দীন ছানী বিন সাইয়িদ মুহাম্মদ ছদর উদ্দীন বিন সাইয়িদ মুঈনুদ্দীন বিন সাইয়িদ আহমদ বিন সাইয়িদ আলী বিন সাইয়িদ কিয়ামুদ্দীন বিন সাইয়িদ ছদরুদ্দীন বিন সাইয়িদ রুকনুদ্দীন বিন সাইয়িদ নিযামুদ্দীন বিন সাইয়িদ কুতবুদ্দীন বিন সাইয়িদ আহমদ মাদানী বিন সাইয়িদ মুহাম্মদ ইউসূফ বিন সাইয়িদ ঈসা বিন সাইয়িদ হাসান বিন সাইয়িদ হুসাইন বিন সাইয়িদ জাফর বিন সাইয়িদ কাসিম বিন সাইয়িদ আব্দুল্লাহ বিন সাইয়িদ মুহাম্মদ ছানী বিন সাইয়িদ আব্দুল্লাহিল আশজার বিন সাইয়িদ মুহাম্মদ ছাহেব

দুস্থ মানুষের আপনজন

প্রতিদান সম্মান ও প্রতিপত্তির জন্য লালায়িত অনেক সমাজসেবীর কথা আমরা শুনেছি, কিন্তু সাইয়িদ আহমদ (রঃ)-এর মত নিঃস্বার্থ জনদরদীর সাথে আমাদের পরিচয় খুব কমই হয়েছে। তিনি সারা জীবন এই আয়াত শরীফের দিকে লক্ষ্য রেখে মানুষের খিদমত করে গেছেন।

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا - اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَانُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاۤءً وَّلَاشُكُوْرًا

সূরা দাহর, আয়াত ৮-৯

তিনি ছিলেন পিতৃছায়া থেকে বঞ্চিত এতীমের দৃষ্টিতে স্নেহশীল পিতা, স্বামীহারা, সন্তানহারা শোকাতোরা জননীর আশ্রয়স্থল। মরণ নদীর তীরে খেয়া নৌকার অপেক্ষায় বসে থাকা বৃদ্ধের জন্যও ক্ষণিকের শান্তিদাতা ছিলেন সাইয়িদ আহমদ (রঃ)।

বিশ্বের বিস্ময় ছিলেন এই দরবেশ

অতি অল্প সময়ের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে আসাম পর্যন্ত যে দরবেশের আধ্যাত্মিক রাজত্ব কায়েম হয়েছিল তিনি শুধু ভারতীয় মুসলমানদের কাছেই পরিচিত নন। বরং এই দরবেশ বৃটিশ সিংহের টনক নড়িয়ে দিয়েছিলেন। অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজেও তার সম্পর্কে গবেষণা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

WW Hunter মুসলমানদের মনে সাইয়িদ আহমদ (রঃ) সম্পর্কে কু-ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে `The Indian Musalmans` পুস্তক প্রণয়ন করার প্রয়োজন অনুভব করেন।

জনসেবায় কিশোর সাইয়িদ আহমদ (রঃ)

কৈশোরে পদার্পণ করলে সাইয়িদ সাহেবের হৃদয়ে এমন অস্বাভাবিক জনসেবার প্রেরণা জাগে যে বড় বড় সাধুপুরুষকেও তাঁর কাছে হার মানতে হয়। তিনি অনাথ, বিধবা ও দুর্বল প্রতিবেশীদের দ্বারে দ্বারে সকাল-সন্ধ্যা হাজিরা দিতেন এবং তাদেরে জিজ্ঞেস করতেন, "পানি ও জালানী কাষ্টের প্রয়োজন আছে কি?" প্রতিবেশীরা সাইয়িদ সাহেবের বাপ দাদার মুরীদ ছিল। তারা উত্তরে বলত "কেন আমাদেরে লজ্জা দিচ্ছেন। আমরাতো আপনাদের খাদিম।" সাইয়িদ সাহেব তাদের কথা শুনে খিদমত থেকে বিরত থাকতেন না বরং তাদেরে খিদমতের ফদ্বীলত সম্পর্কে বুঝাতেন এবং সম্মত করে প্রয়োজন মিটাতেন। তিনি সম্ভ্রান্ত সাইয়িদ বংশে জন্মগ্রহণ করেও নিজেকে মানুষের নগণ্য খাদিম মনে করতেন। বাজার থেকে সওদা কিনে দিতেন, পানিভর্তি কলসি মাথায় করে ঘরে পৌঁছে দিতেন, জঙ্গল থেকে জ্বালানীকাঠ সংগ্রহ করে নিজের চাদরে বোঝা বেঁধে মাথায় করে প্রতিবেশীর ঘরে পৌঁছে দিতেন।

আত্মভোলা কিশোর অন্যের সমালোচনায় কান না দিয়ে আপন মনে গরীব দুঃখীদের খিদমত করে যেতেন। তার প্রশান্ত চাহনি দুঃখী জনের ব্যথাভরা হৃদয়ে শান্তির প্রস্রবণ প্রবাহিত করত। স্নেহমাখা মুখে দু'টি কচি অধর যেন নীরব ভাষায় ঘোষণা করতঃ গরীব অসহায় বন্ধুরা আমার! আমি তোমাদের কাছে দানের প্রতিদান চাইনা। তোমাদের ধন্যবাদ পাওয়ার ইচ্ছেও আমার নেই। আমি দয়াময়ের করুণাভিখারী, শেষ বিচারের জবাবদিহীর ভয়ে শঙ্কিত।

এতীম, বিধবা ও দুর্বল প্রতিবেশীরা যেন তাদের হৃদয়ের ভাষা দিয়ে বলত হে কিশোর! তোমার জীবন ধন্য হোক; আমরা রিক্ত হস্ত, তোমার নিঃস্বার্থ সেবার প্রতিদান দিতে অপারগ। যিনি ধনী-দরিদ্র পথের কাঙাল সবারই মালিক তার দরবারে আমানত রইল তোমার জন্য দু'ফোটা আঁখিজল।

নাফছে যাকিয়া বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসান মুসান্না বিন ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বিন আমীরুল মু'মিনীন আলী বিন আবি তালিব কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু।

বালক সাইয়িদ আহমদ

ভারতের মাযলূম মুসলমানদের পরাধীনতা ও কুসংস্কারের নাগপাশ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য অসিহস্তে মুজাহিদীনদের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন যিনি, তাঁর শৈশবের খেলা-ধুলাই ছিল স্বতন্ত্র। তিনি খেলার সাথী ছেলেদের দু'দলে বিভক্ত করে একদলকে নিয়ে সমস্বরে তাকবীর ধ্বনী উচ্চারণ করে অন্যদের উপর কৃত্রিমভাবে হামলা করতেন। এই ছিল তার প্রিয় খেলা।

প্রাথমিক শিক্ষা

তখনকার সম্ভ্রান্ত বংশে প্রচলিত প্রথানুযায়ী সাইয়িদ আহমদ (রঃ) কে চার বৎসর বয়সে মক্তবে ভর্তি করে দেয়া হয়। কিন্তু স্বগোত্রীয় অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের মত লেখাপড়ার দিকে তার তেমন ঝোঁক দেখা গেল না। অবস্থা দৃষ্টে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তদীয় পিতা ভ্রাতৃদ্বয়কে সান্তনা দিয়ে বললেন "আহমদের লেখা পড়ার ব্যাপারে চিন্তা না করে আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও, দয়াময় তার পক্ষে যা ভাল মনে করেন তাই করবেন। ওকে তাগিদ করে লাভ হবে না।

আল্লাহ তা'আলা তার অনেক মকবূল বান্দাকে সরাসরি ইল্‌ম দান করে থাকেন। সাইয়িদ আহমদ (রঃ) ও সে দান থেকে বঞ্চিত হননি, তাই হিন্দুস্থানের খ্যাতনামা উলামাগণ আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক গুণে মুগ্ধ হয়ে সাইয়িদ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ থেকে দূরে সরে না যাই। সারা জীবন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর খালি হাতে যেন মালিকের দরবারে না যাই।

যতদিন বেঁচে আছি আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে তাঁর কাছে গ্রহণ যোগ্য কাজ করার তাওফিক দান করেন। আমীন।

জনসেবার সাথে সাথে ইবাদতের প্রতিও সাইয়িদ সাহেবের গভীর আগ্রহ ছিল। দিনের বেলায় মানুষের খিদমতে মশগুল থাকতেন। কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন এবং এক একটি আয়াতের অন্তর্নিহিত রহস্য সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতেন।

রাত্রে মানুষ যখন নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ত, কর্মকোলাহল মুখর ধরণী মৌন রূপ ধারণ করত তখন তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন আর খোদার দরবারে দু'হাত তুলে মুনাজাত করতেন। হৃদয়ের দোয়ার খুলে দিয়ে একাগ্রমনে চিরজাগ্রত পরম বন্ধুর প্রেমের ধ্যান করতেন। এই ছিল সাইয়িদ আহমদ (রঃ)-এর কৈশোর জীবনের ব্যস্ততা।

জিহাদের উদ্যম ও মায়ের ত্যাগ

একবার কতিপয় অত্যাচারী পৌত্তলিকরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে। পাড়া-প্রতিবেশী মুসলমানেরা অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েন, সাইয়িদ সাহেবও যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেন। কিন্তু খাদিমা তাঁকে বার বার বারণ করতে থাকেন। তাঁর আম্মা তখন নামাযে রত ছিলেন। নামাযান্তে "মা" খাদিমাকে ডেকে বললেনঃ "তুমি আহমদকে ভালবাস সত্য। কিন্তু আমার চেয়ে বেশী নয়। এখন বারণ করার সময় নয়"।

তারপর সাইয়িদ আহমদ (রঃ) কে সম্বোধন করে বললেন "বাবা, আল্লাহর নামে বেরিয়ে পড়; কিন্তু সাবধান কাফিরদের ভয়ে পালিয়ে এসনা। যদি পালিয়ে আস তাহলে তোমার মুখও আর দেখব না" সাইয়িদ সাহেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে ঝগড়াটার মীমাংসা হয়ে গেছে।

গোলাব যেমন সৌরভ বিতরণে অপরকে আনন্দিত করেই নিজের জীবনকে স্বার্থক মনে করে, কোন প্রতিদানের আকাংখা রাখেনা সাইয়িদ আহমদ (রঃ)ও সেরূপ নিঃস্বার্থভাবে পরের সুখ স্বাচ্ছন্দ বিধান করেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেক বান্দাহদের সম্পর্কে বলেছেন-

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّه مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا - اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَانُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَّلَاشُكُوْرًا

সূরা দাহর, আয়াত ৮-৯

তরজমাঃ এবং তারা আল্লাহর মুহাব্বাতে মিসকীন, এতীম ও কয়দীকে খাদ্য দান করে (মনে মনে) বলে কেবলমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাদের খাদ্য দেই, তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান, ধন্যবাদ চাই না। আমরা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসন্ন কঠোর ভয়াবহ নৈরাশ্যজনক কিয়ামতের দিনের জন্য শঙ্কিত।

তাই দেখা যায় প্রিয় নবী (সাঃ) ও তার প্রকৃত উম্মতেরা নিঃস্বার্থভাবে মানুষের খিদমত করে গেছেন। সম্মান প্রতিপত্তি লাভের আশায়, অন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করার কুমতলবে যে দান করা হয় সে দান মুসলমানী দান নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন সময় পবিত্র হস্তে আসহাবে সুফফার সাহাবাগণের জীর্ণবস্ত্র সেলাই করে দিতেন।

বুকারটি ওয়াশিংটন, লেডি ওফদি লেম্প, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমূখ অমুসলমান মানব দরদীর কাছ থেকেও আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। যুগোপযোগী কার্যসূচির মাধ্যমে দুস্থ মানুষের কল্যাণ সাধনে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারি, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে প্রতি পদক্ষেপে আমাদের লক্ষ রাখা উচিত, আমরা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

অতঃপর প্রায় বিশ পা, এগিয়ে গিয়ে থামটাকে এমন জোরে মাটিতে নিক্ষেপ করলেন যে, মাটিতে প্রায় এক হাত গভীর গর্ত হয়ে গেল।

পরদিন দর্শকরা অবস্থা দৃষ্টে বিস্মিত হয়ে বলাবলি করতে লাগল, খুব সম্ভব গতরাত্রে কোন দৈত্য দানব এ পথদিয়ে এসেছিল। এমন কান্ড মানুষের সাধ্যের বাইরে।

লখনৌর পথে যুবক সাইয়্যিদ আহমদ (রঃ)

সাইয়্যিদ সাহেব তখন যুবক। স্নেহময় পিতা ছেলেকে কর্মময় জীবনের পথে তুলে দিয়ে পরপারে পাড়ি দিলেন। ছেলের উপর সংসারের দায়িত্ব ভার এসে পড়ল। তাই গরীবের বন্ধু, দুঃখীর শান্তিদাতা যুবক সাইয়্যিদ আহমদ (রঃ) শত স্মৃতি বিজড়িত জন্ম ভূমি বেরেলীর তাকিয়া পল্লীকে পিছনে ফেলে সমবয়সী সাতজন যুবককে সঙ্গে নিয়ে রোজগারের সন্ধানে লখনৌর পথে বেরিয়ে পড়লেন।

বেরেলী থেকে লখনৌ উনপঞ্চাশ মাইলের পথ। কিন্তু সাত জনের জন্য মাত্র একটি ঘোড়া। তাই তারা আট জন পালা করে চলতে লাগলেন। সাইয়্যিদ সাহেবের পালা আসলে তিনি অনুনয় বিনয় করে অন্য কোন সঙ্গীকে তাঁর পরিবর্তে ঘোড়ায় বসিয়ে নিজে অনবরত পায়ে হেটেই চলতে লাগলেন।

প্রত্যেকে নিজ নিজ মালপত্রের বোঝা মাথায় নিয়ে পথ চলছিলেন। অর্ধেক পথ অতিক্রম করার পর সবাই ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। তাই তাঁরা আশে পাশে মুটে মুজুরের সন্ধান নিলেন। কিন্তু পেলেন না। সাইয়্যিদ সাহেব এমনিতর সূবর্ণ সুযোগের অপেক্ষায় থাকতেন। তিনি তখন সাথীদের কাছে বিনীত কণ্ঠে নিবেদন করলেন; বন্ধুগণ আপনারা কি আমার একটি

শরীর চর্চা

সাইয়িদ সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র সাইয়িদ আব্দুর রহমান বর্ণনা করছেন সাইয়িদ আহমদ (রঃ) সূর্যোদয়ের পর কয়েক ঘন্টা ব্যায়াম করতেন। ঐ সময় তাঁর গায়ে মাটি মাখানোর দায়িত্ব ছিল আমার উপর। আমাকে পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে বহুবার ডন করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু করতেন। ১ মন ৩০ সের ওযনের মুদগর ভাজতেন। এভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা শরীর চর্চা করতেন। এই সময়ে তিনি তরবারী, তীর ও বন্দুক চালনা শিক্ষা করেন। সাইয়িদ আহমদ (রঃ) সন্তরণেও খুব পারদর্শী ছিলেন। তিনি নদীতে শ্রোতের প্রতিকূলেও বহুক্ষণ ধরে সাঁতার কাটতে পারতেন। আবার ডুব দিয়ে নদীর তল-দেশে দীর্ঘ সময় বসে থাকতে পারতেন।

নোটঃ- ব্যায়াম পরহেযগারীর অন্তরায় নয়। ব্যায়াম স্বাস্থ্য গঠনে সাহায্য করে, স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি স্থির চিত্তে আল্লাহকে ডাকতে পারেন। কুরআন শরীফ উচ্চকণ্ঠে তিলাওয়াত করলে কণ্ঠনালী, ফুসফুস ও হৃৎপিন্ডের ব্যায়াম হয়।

দৈহিক শক্তি

সাইয়িদ সাহেবের দৈহিক শক্তি ছিল অস্বাভাবিক। তকিয়া পল্লীর পাশ দিয়ে প্রবাহিত সুই নদীর তীরে 'মইন খানের কবর স্থান' একটি প্রসিদ্ধ জায়গা ছিল। কবর স্থানের অনতিদূরে প্রস্তর নির্মিত চারহাত লম্বা একটি ভারী থাম ছিল। থামটিকে কেন্দ্র করে এতদঞ্চলের পলোয়ানরা প্রত্যহ শরীর চর্চা করতেন। তারা থামটিকে যতদূর সম্ভব উপরে তুলে মাটিতে ফেলে দিতেন। কেউ হাটু পর্যন্ত আবার কেউ কোমর পর্যন্ত তুলতে পারতেন। বর্ণনাকারী সাইয়িদ আব্দুর রহমানকে নিয়ে সাইয়িদ আহমদ (রঃ) একদা জোৎস্না রাতে থামটির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। থামটির কাছে এসে বললেন, 'থামটা উঠানো যাক' সঙ্গে সঙ্গে গায়ের জামাটা খুলে ফেললেন, তারপর আস্ত থামটাই কাঁধে তুলে নিলেন।

আবদার রাখবেন? যদি রাখবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন তবে বলতে পারি। তারা সাইয়িদ সাহেবের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন না, তবুও অনুরোধ রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করলেন। সাইয়িদ আহমদ (র,) এবারে আসল কথাটি খুলে বললেন- 'আপনাদের আসবাবপত্র একটি কম্বলে বেঁধে বোঝাটা আমার মাথায় চাঁপিয়ে দিন। ইনশা আল্লাহ বোঝাটি গন্তব্যস্থলে পৌছে যাবে।

সাথীরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রতিজ্ঞামত বাধ্য হয়ে মস্তবড় বোঝাটি সাইয়িদ সাহেবের মাথায় চাঁপিয়ে দিলেন। সাইয়িদ সাহেবের খুশী তখন দেখে কে? তিনি যেন কোন অমূল্যরত্ন পেয়ে গেলেন। মাথায় ভারী বোঝা কিন্তু অন্তর অনাবিল শান্তিতে ভরপুর; মুখমন্ডল স্বর্গীয় আভায় উজ্জল। সাইয়িদ সাহেবের ভ্রাতুস্পুত্র এই সাতজনের একজন ছিলেন।

মস্তবড় বোঝাটি মাথায় নিয়ে সাইয়িদ আহমদ (রঃ) চলার পথে বার বার আমাদের উদ্দেশ্য করে বলছিলেন- বন্ধুগণ, আপনারা বোঝাটি আমার মাথায় চাঁপিয়ে দিয়ে আমার প্রতি যে করুণা প্রদর্শন করলেন, তার শুকরিয়া আদায় করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হবে না। মরণ পযর্ন্ত আপনাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকব।' এভাবে তারা লখনৌতে পৌছে গেলেন। লখনৌতে তখন দারুন খাদ্যাভাব। সাইয়িদ আহমদ (রঃ) ও সাতজন সঙ্গী রোজগারের সন্ধানে শহরের অলিতে গলিতে ঘুরতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও তেমন সুবিধা করতে পারলেন না।

ঘর ছেড়ে আসার সময় যে কয়টি টাকা সঙ্গে এনেছিলেন তাও শেষ হয়ে গেল। ফলে অন্নসংস্থানের জন্য কেউ বাজার থেকে সামান্য কাপড় খরিদ করে তা দিয়ে টুপি তৈরী করে বিক্রি করতে লাগলেন; আবার কেউ ছোটখাট কিতাব নকল করে তা বিক্রি করতে লাগলেন। এমনি সংকটময় মুহুর্তে এক ভদ্র লোকের অনুরোধে সাইয়িদ সাহেব তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করলেন। ভদ্রলোক সাইয়িদ সাহেবের জন্য দু'বেলা সুস্বাদু আহার্য্যদ্রব্য পাঠিয়ে দিতেন। সাইয়িদ সাহেব তাঁর জন্য প্রেরিত সুস্বাদু খাদ্য নিজে স্পর্শ না করে সাথীদের তা দিয়ে দিতেন এবং নিজে তাদের শুকনো রুটি

উদরস্ত করতেন। সাথীদের কাছে কিছু না থাকলে নিজের খাদ্য দিয়ে দিতেন এবং টালবাহানা করে তাদের অজ্ঞাতে উপোস থাকতেন। বেরেলীর এই আট জন যুবকের বাসস্থান কিছুদিনের জন্য এক দরবেশ ও সাত গরীবের আস্তানায় পরিণত হয়ে গেল।

দিল্লীর পথে

সাইয়িদ আহমদ (রঃ) ঘরত্যাগী সাতজন যুবককে সঙ্গে নিয়ে দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়ে লখনৌতে দিন কাটাতে লাগলেন। এভাবে একে একে চারটি মাস কেটে গেল। সাইয়িদ আহমদ (রঃ) খবর পেলেন লখনৌর শাসনকর্তা লোক লস্কর সমবিভ্যহারে শিকারের উদ্দেশ্যে জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হবেন। যে সহৃদয় আমীর তাঁর জন্য দু'বেলা সুস্বাদু আহার্যদ্রব্য প্রেরণ করতেন তিনিও সঙ্গে যাবেন, তাই সাইয়িদ সাহেবও সাথীদের নিয়ে শিকারী দলের সাথে যোগ দিলেন।

তাঁরা শিকারের সন্ধানে দুর্গম পাহাড়ী পথ অতিক্রম করতে লাগলেন। কিন্তু শিকারের সন্ধান পাওয়া গেল না।

এদিকে নির্জন বনানী, দুর্গম গিরিকান্তার যেন নীরব ভাষায় ফরিয়াদ করছিল, হে আহমদ ঘরত্যাগী মুসাফির! তোমার মনযিল আরও দূরে, দিল্লীর সে মনযিলে সত্য প্রেমের পেয়ালা হাতে তোমার অপেক্ষায় পথপানে চেয়ে আছেন যুগশ্রেষ্ট ওলী শাহ্ আব্দুল আযীয (রঃ)।

বন্ধুরা দিল্লী চল

সাইয়িদ আহমদ (রঃ) চলার পথে সঙ্গীদের বুঝাতে লাগলেন। 'বন্ধুগণ! দুনিয়ার সন্ধানে অনেক ঘোরলাম কিন্তু কিছুই হাতে আসলনা। চল আমরা দিল্লীর পথধরি। শাহ্ আব্দুল আযীয ছাহেবের দরবারে উপস্থিত হই।'

সাথীরা অন্ন চিন্তায় মশুগুল ছিলেন। তাঁরা সাইয়িদ সাহেবের কথায় কানও দিলেন না। বর্ণনাকারী সাইয়িদ আহমদ আলী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন- সাইয়িদ সাহেব সাথীদের তরফ থেকে নিরাশ হয়ে একরাত্রে নির্জনে আমাকে ডাকলেন। তাঁর চোখে দূরের রঙ্গীন স্বপ্ন। তিনি আমাকে বললেন- চল আমরা দু'জন আগামী দিন দিল্লীর পথ ধরি। আমি নিবেদন করলাম, দেখেন, একমাত্র গায়ের কাপড় ছাড়া অন্য কোন সম্বল আমার নেই, সহায় সম্বলহীন অবস্থায় দীর্ঘপথ অতিক্রম করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়, পথে রয়েছে কত হিংস্রজন্তুর আবাস, কত পাহাড় জঙ্গল। তার উপর প্রচন্ড শীত।

আমার উত্তর শুনে তিনি সম্পুর্ণ নিরাশ হয়ে গেলেন। তারপর আরও তিনদিন চলার পর আমরা আবার লখনৌ দিকে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করলাম। দুপুরবেলা এক জায়গায় বিশ্রাম নিলাম। বিশ্রাম স্থলে কাফেলার সবাই ফিরে এলেন। কিন্তু সাইয়িদ সাহেবের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। আমরা হিংস্রজন্তুর আবাসস্থল 'মুহাম্মদী' জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম তাই সাইয়িদ সাহেব সর্ম্পকে সন্দিহান হয়ে পড়লাম। জানি না এই ভয়শঙ্কুল পথে সাইয়িদ সাহেব কোন হিংস্রজন্তুর কবলে পড়লেন কিনা? দু'তিনদিন এভাবে কেটে গেল।

চতুর্থ দিন মুহাম্মদী জঙ্গলের ওদিক থেকে এক জন লোক আসলেন। সাইয়িদ সাহেবের নিখোঁজ সংবাদ জানতে পেরে তিনি আমাদের বললেন- আমি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আসার সময় এধরনের এক জন লোককে মস্ত বড় একটা রাবের ঘড়া মাথায় নিয়ে পথ চলতে দেখেছি। তাঁর পিছনে একজন সিপাহী।

আমি সিপাহীকে জিজ্ঞেস করলাম এই রাবের ঘড়া মাথায় নিয়ে পথ চলতেছেন, ইনি কে? চেহারা দেখে মনে হয় কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক হবেন, তার মাথায় রাবের ঘড়া কেন, ব্যাপার কী?

সিপাহী আমার প্রশ্নের জওয়াবে বললেন- আমি বাড়ী থেকে বের হওয়ার পর রাবের ঘড়াটা বহন করার জন্য একজন মজুরের সন্ধান করি। অবশেষে এক দুর্বল বৃদ্ধ পয়সার লোভে ঘড়াটি বহন করতে সম্মত হয়। আমি তার মাথায় ঘড়াটি তুলে দেই। বৃদ্ধ বেচারা ঘড়াটা মাথায় নিয়ে টলতে টলতে পথ চলতে থাকে। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর এই ভদ্রলোকের (সাইয়িদ আহমদ (রঃ) সাথে দেখা হয়। বৃদ্ধ মজদুরের দুরাবস্থা দর্শনে তিনি এতই শোকাভিভুত হলেন যে কান্না মিশ্রিত কণ্ঠে আমাকে ও মজদুরকে নিকটস্থ একটি গাছের ছায়ায় বসতে বলে নিজেও আমাদের সাথে বসে কতক্ষন প্রাণ ভরে কাঁদলেন, তারপর আমাকে সম্বোধন করে বললেন- হে আল্লাহর বান্দাহ আল্লাহকে ভায় কর। তোমার পাষাণ হৃদয়ে কি দয়া বলতে কিছু নেই। হে নির্দয়, এ দুর্বল বৃদ্ধ বেচারাকে কেন এত কষ্ট দিচ্ছ? আমি উত্তরে বললাম, আমি মজদুরকে বাধ্য করি নাই, স্বেচ্ছায়ই সে ঘড়াটা মাথায় তুলে নিয়েছে। ভদ্র লোকটি তখন মজদুরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। বৃদ্ধ উত্তরে বলল, "দু'দিন হয় কিছু খাইনি। তাই মজুরীর পয়সায় ক্ষুধার জ্বালা প্রশমিত করার আশায় রাবের ঘাড়াটি মাথায় নিয়েছিলাম। এখন আমার পক্ষে পথচলা মুশকিল হয়ে পড়েছে।" বৃদ্ধের কথা শুনে তিনি সাইয়িদ আহমদ (রঃ) আমাকে বললেন, 'খোদাকে ভয় কর, বৃদ্ধকে তার পারিশ্রমিক দিয়ে বিদায় কর।'

আমি তৎক্ষনাৎ ন্যায্য পয়সা দিয়ে বৃদ্ধকে বিদায় দিলাম। বৃদ্ধ চলে যাওয়ার পর তিনি আমাকে বললেন- 'হে সিপাহী। এই বৃদ্ধের পরিবর্তে এখন আমাকে মজদুর মনে কর। আমার মাথায় রাবের ঘড়াটি তুলে দাও। এই মহৎ কাজের সুযোগ দানের ফলে আমি আমরণ তোমার কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকব।

আমি কথা শুনে বিস্মিত হয়ে বললাম মিয়া! বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে আমার ধারণা জন্মেছিল যে তুমি একজন জ্ঞানী, ভদ্র বংশোদ্ভুত যুবক, এখন দেখছি আমার ধারণা সম্পূর্ণ অমুলক। কোন সাহসে তুমি রাবের ঘড়াটি মাথায় তুলে নিতে চাও? বিনীত কণ্ঠে পুনরায় বললেন, হে আল্লাহর বান্দাহ আমার অনুরোধ রক্ষা কর, জীবনে তোমার এই ইহসান ভূলতে পারব না। রাবের ঘড়াটি আমার মাথায় তুলে দাও।

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ঘড়াটি তাঁর মাথায় তুলে দিলাম। তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে আমাকে দু'আ দিতে দিতে পথ চলতে লাগলেন।

গরীবের বন্ধু যুবক সাইয়িদ আহমদের (রঃ) মাথায় বোঝা, চোখে তাঁর দূর দিল্লীর শাহ ছাহেবের আস্তানার স্বপ্ন।

বিজন বনানীর ফাকে তিনি যেন শাহ ছাহেবের ডাক শুনছিলেন, আহমদ! আমার প্রিয় আহমদ! চলে এস আমার কাছে তোমার যাত্রা পথের সাক্ষী হয়ে থাক নাম না জানা পাহাড় জঙ্গল। ঘড়াটা পৌঁছে দিয়ে সাইয়িদ সাহেব দিল্লীর পথে অনবরত হাটতে লাগলেন।

দিল্লী আর কতদূর ?

দিল্লী তখনও চৌদ্দ মনযিলের পথ। নিঃসঙ্গ পাথেয়হীন অবস্থায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। সাইয়িদ আহমদ (রঃ)-এর পকেটে মাত্র তিনটি পয়সা।

এক মনযিল পথ অতিক্রম করে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণের জন্য এক পয়সার ছাতু ও গুড় খরিদ করে পানিতে ঘোলে নিলেন। তারপর উপবাসী সাইয়িদ আহমদ (রঃ) ছাতু ও গুড়ের পেয়ালাটি হাতে তুলে নিলেন। এমন সময় এক মুসাফির পিছন থেকে আওয়াজ দিল, 'আল্লাহর বান্দাহ আমি চারদিনের উপবাসী '। আমার প্রতি দয়া কর।

সাইয়িদ আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন- প্রথম মনে করলাম এক চুমুকে পেয়ালাটি শেষে করে তারপর মুসাফিরের জওয়াব দিব। কিন্তু এক অদৃশ্য

ইঙ্গিতে আমার ভূল ভাঙল। মনে করলাম আমি দু'দিনের উপবাসী আর সে চার দিনের উপবাসী, পিয়ালাটা মুসাফিরের হাতে তুলে দিলাম।

এভাবে দু'দিনের উপবাসী পথশ্রান্ত মুসাফির সাইয়িদ আহমদ (রঃ) মুখের গ্রাস অন্যের হাতে তুলে দিয়ে সারা রাত আল্লাহর যিক্‌রে কাটিয়ে দিলেন। ফজরের নামাযের পর সামনের মনযিলের দিকে পা বাড়ালেন। মনযিলে পৌছে দু'পয়সার ছাতু ও গুড় খরিদ করে পানির সাথে মিশ্রিত করে পান করলেন। তারপর একাধারে দু'দিন কিছু না খেয়ে দিল্লীর পথে হাটতে থাকেন। দু'দিন পর এক অপরিচিত মসজিদে বিশ্রামের জন্য আশ্রয় নেন এবং মসজিদে রাত্রি যাপন করেন। পরদিন এক মুসল্লী সাইয়িদ সাহেবকে দেখে পরিচয় জানতে চাইলেন। সাইয়িদ সাহেব উত্তরে বললেন, আমাকে মনযিলে মকসুদের দিকে বিদায় দিতে যদি কোন রকমের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করেন তবে সঠিক পরিচয় দিতে পারি। সাইয়িদ সাহেবের উত্তর শুনে ভদ্রলোক ওয়াদা করলেন যে তিনি তাঁর যাত্রাপথে কোন রকমের বাঁধার সৃষ্টি করবেন না। তখন সাইয়িদ আহমদ (রঃ) নিজ নাম ঠিকানা ও গন্তব্যস্থলের কথা খোলে বললেন। ভদ্রলোক সাইয়িদ সাহেবের আব্বাজানের মুরীদ ছিলেন। তিনি পরিচয় পেয়ে সমাদরে ঘরে নিয়ে গেলেন।

পথ শ্রান্ত সাইয়িদ সাহেবের ক্ষত বিক্ষত রক্তস্নাত চরণ যুগল নিজ হাতে ধুইয়ে দিয়ে মেহদী ও বাবুল পাতার প্রলেপ দিলেন। সহৃদয় মেযমানের প্রাণঢালা সেবা যত্নে সাইয়িদ সাহেব কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। মুরশিদের তীব্র মিলনাকাঙ্খা হৃদয়ে নিয়ে যিনি কত নাম না জানা পাহাড় জঙ্গল অতিক্রম করে এতদূর এসেছেন, তাঁর কি বিশ্রামের অবসর আছে? তিনি মেহেরবান মেযমানের কাছে বিদায় নিয়ে আবার দিল্লীর পথ ধরলেন। ভাগ্যবান মেযমান পূর্ব অঙ্গীকার মত বাধ্য হয়ে সজল নয়নে দিল্লীর পথে সাইয়িদ সাহেবকে বিদায় দিলেন এবং বেরেলী গিয়ে সাইয়িদ সাহেবের আত্মীয় স্বজনকে খবর দিলেন।

মুরশিদের দরবারে

দিল্লী পৌছে সাইয়িদ আহমদ (রঃ) শাহ আব্দুল আযীয (রঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। শাহ সাহেব (রঃ) করমর্দন ও আলিঙ্গনের পর জিজ্ঞেস করলেন, আপনার দেশ কোথায়? সাইয়িদ আহমদ (রঃ) উত্তরে বললেন, 'বেরেলী থেকে এসেছি' বেরেলীর নাম শুনে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, বেরেলীর কোন খান্দানের? সাইয়িদ সাহেব উত্তরে বললেন 'বেরেলীর সাইয়িদ বংশের'। সাইয়িদ বংশের কথা শুনে শাহ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন- বেরেলীর সাইয়িদ আবূ সাঈদ সাহেব ও সাইয়িদ আবু নুমান সাহেব কে জানেন? সাইয়িদ সাহেব উত্তরে বললেন- সাইয়িদ আবু সাঈদ সাহেব আমি অধমের নানা ও সাইয়িদ নুমান সাহেব আমার পিতৃব্য। সাইয়িদ আহমদ (রঃ)-এর পরিচয় পেয়ে শাহ আব্দুল আযীয (রঃ) পুনর্বার দাঁড়িয়ে তার সাথে মুসাফাহা ও আলিঙ্গন করে জিজ্ঞেস করলেন, এত দূর দেশ থেকে বন্ধুর পথ অতিক্রম করে কি উদ্দেশ্যে আপনি দিল্লীতে এসেছেন? সাইয়িদ আহমদ (রঃ) বিনয়ের সহিত নিবেদন করলেন, আপনার অস্তিত্বকে দুর্লভ মনে করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা হৃদয়ে নিয়ে দূর বেরেলী থেকে ছুটে এসেছি আপনার দরবারে।

তখন শাহ আব্দুল আযীয (রঃ) সাইয়িদ সাহেবকে এই বলে বরণ করে নিলেন "খোদার ফযলে পিতামহ ও মাতামহের হাতের আমানত তোমার হাতেই ফিরে আসবে।" তারপর একজন খাদেমকে ডেকে বললেন, এই মেহমানকে ভাই মৌলভী আব্দুল কাদীরের কাছে পৌছে দিয়ে বল, তিনি যেন এই সম্মানিত মেহমানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। মেহমানের বিস্তারিত অবস্থা সম্পর্কে পরে জানতে পারবেন"

যাই হোক সাইয়িদ সাহেব, হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল কাদীর সাহেবের সাহচর্যে এক পবিত্র পরিবেশে দিন কাটাতে লাগলেন।

শাহ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ

১২২২ হিজরীতে সাইয়িদ আহমদ (রঃ) শাহ আব্দুল আযীয (রঃ)-এর হাতে "বায়আত গ্রহণ" করেন। প্রথম দিন কলব লতিফার তালিম আরম্ভ হয়। ২য় দিনে অন্য পাঁচ লতিফা খোলে যায়। তৃতীয় দিনে সুলতানুল আযকার স্তর অতিক্রম করেন। চতুর্থ বৈঠকে নফি ও ইসবাতের স্তর অতিক্রম করেন। তারপর মুরশিদের হিদায়াত মত বিভিন্ন রকমের মুরাকাবা আরম্ভ করেন এবং প্রত্যেক স্তরে খোদার মেহেরবাণীতে অস্বাভাবিক উন্নতি লাভ করতে থাকেন।

বেলায়েতে আওলিয়া ও বেলায়েতে আম্বিয়া

কিছুদিন পর সাইয়িদ সাহেবের প্রিয় মুরশিদ শাহ আব্দুল আযীয (রঃ) তাকে ডেকে বললেন, "খোদার মেহেরবাণীতে তুমি বেলায়েতে আম্বিয়া লাভ করেছ।"

যারা বেলায়েতে আওলিয়া লাভ করেন তারা নির্জনতাকে পছন্দ করেন। রাতদিন যিক্‌র, তিলাওয়াত নফল নামায ইত্যাদি কাজে মশগুল থাকেন। ওয়ায নসীহতের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকে না। আর যে সমস্ত সৌভাগ্যবান মানুষ বেলায়েতে আম্বিয়া লাভ করেন তাদের অন্তর আল্লাহর মুহাব্বতে ভরপুর থাকে। নিয়ত মানুষকে সৎপথে আহবান করেন। দুনিয়াদার ও সমালোচকদের বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তাওহীদ ও সুন্নাতের বাণী প্রচার করতে থাকেন। মানুষের হিদায়েতের জন্য ওয়ায মাহফিলে অংশ গ্রহণ করেন।

হিন্দুদের মেলায় সাইয়িদ আহমদ (রঃ)

সাইয়িদ আহমদ (রঃ)-এর দিল্লী অবস্থান কালে যমুনা নদীর কিনারে হিন্দুদের এক বিরাট মেলা বসে। স্নান ও মূর্তি পূজার উদ্দেশ্যে অসংখ্য হিন্দু নর-নারী নানা রঙ্গের পোশাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে মেলায় উপস্থিত হয়। বহু অবুঝ মুসলমানও মেলায় অংশ গ্রহণ করেন।

মাদরাসার দু'চারজন ছাত্র সাইয়িদ সাহেবকে মেলায় নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেন। শেষ পর্যন্ত তারা সাইয়িদ সাহেবের শত আপত্তি অগ্রাহ্য করে জোর করে তাঁকে নিয়ে মেলায় উপস্থিত হন। কিন্তু এক আল্লাহর প্রেমাকাঙ্খী, মুরশিদ চরণে নিবেদিত প্রাণ সাইয়িদ আহমদ (রঃ) মনুষ্য নির্মিত প্রতিমার পূজারী অংশিবাদীদের পাপাচার দর্শনে সংজ্ঞা হারিয়ে অচেতন হয়ে ঢলে পড়েন যমুনার বালুচরে। অবুঝ বন্ধুদের জ্ঞানচক্ষু উম্মিলিত হয়। তারা কাঁধে করে সাইয়িদ আহমদ (রঃ) কে ঘরে পৌঁছে দেয়।

দিল্লীতে অবস্থান কালে ইবাদত ও মেহনত

সাইয়িদ আহমদ (রঃ) দিল্লী অবস্থান কালে অধিকাংশ সময় ধ্যান ধারণা ও ইবাদতে মশগুল থাকতেন। নবাব নজিবুদ্দৌলা লিখেছেন-শাহ সাহেবের হাতে বায়আত করার পর সাইয়িদ আহমদ (রঃ) কয়েক বৎসর বিনিদ্র নয়নে ইশার পর থেকে ফজর পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। ঘন্টার পর ঘন্টা ধ্যানের মধ্যে কাটিয়ে দিতেন। দিনের বেলা গরীব, দুঃখী, দরবেশ ও ছাত্রদের খিদমত করতেন।

শবে কদর

সাইয়িদ আহমদ (রঃ) রামাদ্বান মাসের একুশ তারিখে শাহ আব্দুল আযীয সাহেবের খিদমতে আরয করলেন, "রামাদ্বান শরীফের তৃতীয়াংশের কোন এক রাত্রে শবে কদরের ফদ্বীলত লাভের আশায় বিশেষ গুরুত্ব সহকারে রাত জেগে ইবাদত করব।" শাহ সাহেব উত্তরে বললেন- বাবা! তোমার রাত্রি জাগরণের অভ্যাসমত এই দশ দিনও ইবাদত কর। কেবল জেগে থাকলেই কাজ হয় না। দেখ, কত চৌকিদার ও পুলিশ সারারাত জাগে কিন্তু তাঁরা এই দৌলত থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। যদি তোমার অবস্থা আল্লাহ তাআলার কৃপা দৃষ্টি আকর্ষণের অনুকূলে থাকে তবে তিনিই তোমাকে মহান রাতের বরকত দানের জন্য যথা সময়ে খবর দিবেন।

মুরশিদের আদেশমত সাইয়িদ আহমদ (রঃ) শবে কদরের অপেক্ষা করতে লাগলেন। ২৭সে রামাদ্বানের রাত্রিতে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ইবাদত করবেন বলে ঠিক করলেন। কিন্তু সিদ্ধান্তমত বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারলেন না, ইশার নামাজ শেষ করেই নিদ্রার তাড়নায় বাধ্য হয়ে শুয়ে পড়লেন। রাতের তৃতীয়াংশে তিনি স্বপ্নে দেখলেন তাঁর ডান পাশে বসে আছেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর বাম পাশে বসে আছেন প্রিয় নবীর সুখ দুঃখের সাথী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) প্রিয় নবী আদর করে ডাকলেন হে আহমদ জাগ। গোসল কর।

সাইয়িদ আহমদ (রঃ) তৎক্ষণাৎ হাউযের ঠান্ডা পানিতে গোসল করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সম্বোধন করে বলেন, "হে আমার প্রিয় ফরযন্দ! আজ শবে কদর, আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ কর। আল্লাহর কাছে মুনাজাত কর।" তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর (রাঃ) কে সঙ্গে নিয়ে প্রস্থান করেন। সাইয়িদ আহমদ (রঃ) এই রাত্রির ঘটনা সম্পর্কে প্রায়ই বলতেন- আমি অধমের প্রতি এই মহিমান্বিত রাত্রে খোদার অশেষ করুনা বর্ষিত হয়েছিল। আমি

অনুভব করেছিলাম পৃথিবীর সব কিছু খোদার উদ্দেশ্যে সিজদা রত। সবই খোদার গুনগানে মশগুল। যদিও চর্মচক্ষে সবকিছু স্বস্থানে অবস্থিত মনে হচ্ছিল। আমি এই সময় আত্মিক উন্নতি লাভ করে, পূর্ণ বিলীন ও পূর্ণমগ্নতার ধ্যানে পরিপক্কতা লাভ করি। তিনি ঘটনাটি শুনে খুবই আনন্দিত হন এবং আমাকে বলেন, আল্লাহর শোকর; তুমি তোমার আকাঙ্খিত বস্তু লাভ করেছ।

দ্বিতীয়বার স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ

এই ঘটনার কিছুদিন পর তিনি পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্নে দেখেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরম স্নেহে তিনটি খুরমা মুখে তুলে দেন। পবিত্র খুরমা ভক্ষণের পর তাঁর হৃদয়ে যে অনুপম মধুর অনুভূতির সৃষ্টি হয় তা স্বপ্ন ভঙ্গের পরও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

স্বপ্নে হযরত আলী (রাঃ)-এর দর্শন লাভ

সাইয়িদ আহমদ (রঃ) কিছুদিন পর হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে স্বপ্নে দেখেন। হযরত আলী (রাঃ) স্বহস্তে তাকে গোসল করান এবং ফাতিমা (রাঃ) তাঁকে এক প্রস্থ কাপড় দান করেন।

কিতাব পাঠ বন্ধ করে দিলেন

আগেই আলোচনা করেছি যে মকতবে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পর সাইয়িদ সাহেবের শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

দিল্লীতে অবস্থানকালে তিনি আবার হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল কাদীর (রঃ)-এর কাছে দু'চার খানা কিতাব পড়তে আরম্ভ করেন। কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন কিতাব নিয়ে পড়তে বসে দেখেন যে, কিতাবের অক্ষরগুলি অদৃশ্য হয়ে গেছে, কিছুই নযরে পড়ছে না।

দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা মনে করে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের আশ্রয় নিলেন কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। পরীক্ষা করে দেখা গেল, তিনি সূক্ষ্ম জিনিস সাচ্ছন্দে দেখতে পারেন অথচ কিতাবের একটা অক্ষরও দেখতে পারেন না। অবস্থা দৃষ্টে শাহ আব্দুল আযীয (রঃ) বললেন, "পড়া শুনা বন্ধ করে দাও। শাহ সাহেবের দরবার ছিল ভারতের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র। সেই দরবারকে রওশন করে রেখেছিলেন তখনকার বিশিষ্ট উলামায়ে কিরাম। সেখানের একজন নগন্য খাদিমও অন্যান্য জায়গার বিজ্ঞ আলিমের সমতুল্য ছিলেন। সাইয়িদ সাহেব শাহ আব্দুল আযীয (রঃ)-এর দরবারের বিশিষ্ট উলামায়ে কিরামদের সাথে উঠা বসা করতেন। এই সাহচার্য তাঁর পুথিগত বিদ্যার ক্ষতি পূরণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সাইয়িদ আহমদ (রঃ) কুরআন শরীফ তো শুদ্ধভাবে পাঠ করে ছিলেনই, দিল্লীতে অবস্থানকালে তরজমানুল কুরআন শাহ আব্দুল কাদির সাহেবের সংস্পর্শে আসার পর থেকে ক্রমান্বয়ে তাঁর সামনে কুরআন শরীফের গভীর তত্ত্বের দ্বার উদঘাটিত হয়।

পুথিগত বিদ্যার অভাব থাকা সত্ত্বেও সাইয়িদ আহমদ (রঃ) নিজে নিজে মিশকাত শরীফ পাঠ করে অর্থ বুঝতে পারতেন। তাছাড়া উর্দু ও আরবী ভাষায় কথা বলতে পারতেন। সম্ভবতঃ শাহ সাহেব যখন তাকে কিতাব পড়া বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন; তখন পর্যন্ত তিনি এতটুকু যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন যে আরবী ভাষায় কথা বলতে পারতেন। তাছাড়া তদানীন্তন বিশ্বের অন্যতম মুফাসসির হযরত শাহ মোঃ আব্দুল কাদীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাহচার্যে অবস্থান করে তিনি কুরআন শরীফের তরজমা ও তাফসীর বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং হাদীস বিষয়ে মিশকাত শরীফের মত কিতাবও আয়ত্ব করেছিলেন।

বেরেলী প্রত্যাবর্তন

১২২৩ হিজরীর প্রথম দিকে সাইয়িদ আহমদ (রঃ) মুরশিদের অনুমতি নিয়ে জন্মভূমি বেরেলীর দিকে রওয়ানা হন। তিনি দিল্লী থেকে বেরেলী পর্যন্ত দীর্ঘ পথ পায়ে হেটে অতিক্রম করেন। সাইয়িদ সাহেবের মাথায় ছিল ফকিরের টুপি, গায়ে কম্বল কেটে তৈরী করা আলখেল্লা।

তিনি ১৮ বৎসর বয়সে সমবয়সী সাতজন যুবককে সঙ্গে নিয়ে রোজগারের সন্ধানে বেরেলী ত্যাগ করেছিলেন। তাঁরপর আর দেশে ফিরার সুযোগ হয়নি। এই কয় বৎসরে তার চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল।

আসরের নামাযের সময় তিনি তার জন্মপল্লী তকিয়ার মসজিদে উপস্থিত হন। প্রথম দৃষ্টিতে মহল্লার লোকেরা তাদের প্রিয় সাইয়িদ আহমদকে পরিচয় করতে পারল না। অনেক্ষণ চেষ্টা করার পর সাইয়িদ আলামুলহুদা সাহেব তাকে পরিচয় করতে সক্ষম হন এবং আত্মীয় স্বজনের কাছে সাইয়িদ সাহেবের আগমন সংবাদ জানান।

আম্মা সাহেবা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন সাইয়িদ সাহেবের ফকিরী পোশাক দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েন। খুব সম্ভব অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার জন্য সাইয়িদ সাহেব এ ধরনের পোশাক পরিধান করেছিলেন পরে আম্মা সাহেবার অনুরোধে এই পোশাক ত্যাগ করেন।

বিবাহ

সাইয়িদ সাহেবের আত্মীয় স্বজনরা নছিরাবাদের সাইয়িদ মুহাম্মদ রওশন সাহেবের কন্যা জুহরার সাথে তাঁর বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত পূর্ব থেকেই ঠিক করে রেখে ছিলেন। সাইয়িদ আহমদ (রঃ)-এর সম্মতিতে ১২২৩ হিজরীতে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।

বেরেলী অবস্থান

সাইয়িদ আহমদ (রঃ) জন্মভূমিতে ফিরে এসে অভ্যাসমত গরীব দুঃখীদের খিদমতে লেগে যান। তিনি দিন রাত ধ্যান ধারণা যিকর মুরাকাবা ও পরোপকারে মশগুল থাকতেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে সৎ কাজে ব্যয় করতেন। এভাবে একে একে দু'টি বৎসর কেটে গেল।

নবাব আমীর খানের সৈন্য বিভাগে যোগদান

আত্মগোপন করে সাধনায় সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে এবং ভারতের নির্যাতিত মুসলমানদের ইংরেজ ও হিন্দু অত্যাচারীদের কবল থেকে মুক্ত করার বাসনা নিয়ে সাইয়িদ আহমদ (রঃ) বেরেলী ত্যাগ করে নবাব আমীর খানের কাছে চলে যান। নবাব তখন হিন্দু ও খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন।

নবাব আমীর খান আফগান মধ্যবর্তী পরিবারের একজন সাধারণ যুবক ছিলেন। সৈনিক হিসাবে তার কর্ম জীবন আরম্ভ হয়। ক্রমে তিনি স্বীয় প্রজ্ঞা বলে টুনকের অধিপতি নবাব আমীরুদ্দৌলা খান নামে পরিচিত হন।
সাইয়িদ সাহেব প্রথম একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে নবাবের সৈন্য বাহিনীতে ভর্তি হন। ক্রমে তাঁর গুণে মোহিত হয়ে নবাব তাকে প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে গ্রহণ করেন। সাইয়িদ আহমদ (রঃ)-এর সাহচর্যে নবাবের জীবনে বিরাট পরিবর্তন আসে; তিনি সম্মানের আসনে সমাসীন হয়েও সাধারণ সৈনিকের মত জীবন যাপন আরম্ভ করেন।

নবাবের সাথে অবস্থানকালে ইবাদত ও খিদমত

তখন সাইয়িদ আহমদ (রঃ) সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করতেন এবং সারারাত আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন।
যখন কোন স্থানে সৈন্য বাহিনী পাঁচ ছয় দিন অবস্থান করত তখন তিনি একখানা চাদর একখানা জায়নামায, পানির বদনা ও তিন ইঞ্চি ব্যাসের দু'খানা চামড়ার পট্টি নিয়ে সৈন্যবাহিনীর অবস্থান স্থল থেকে দূরে নির্জন

স্থানে চলে যেতেন। তারপর ওযূ করে কোন গাছের ছায়ায় জায়নামায খানা বিছিয়ে নামায আরম্ভ করতেন। কিছুক্ষণ নামায পড়ে হাটুতে পট্টি বেঁধে চাঁদর মুড়ি দিয়ে ধ্যানে বসে যেতেন। এভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা ধ্যান ও মুরাকাবায় কাটিয়ে দিতেন। পরোপকারী সাইয়িদ আহমদ (রঃ) নিজের জামা কাপড় ধৌত করার সময় সাথীদের আপত্তি সত্ত্বেও তাদের জামা কাপড় নিজ হাতে ধুয়ে দিতেন।

সৈন্যবাহিনীতে সাইয়িদ সাহেবের প্রভাব

দু'চারটি ঘটনার পর নবাবের সৈন্যরা বুঝতে পেরেছিলেন যে সাইয়িদ সাহেবের দু'আ বৃথা যায় না। তাই তারা সাইয়িদ সাহেবের কাছে দু'আ চাইত। তিনি দু'আ প্রার্থীদের প্রথমে হিদায়াতের দাওয়াত দিতেন। এভাবে সাইয়িদ আহমদ (রঃ)-এর সাহচার্যে শত শত পথভ্রষ্ট সিপাহী সত্যের সন্ধান লাভ করে। সাইয়িদ আহমদ (রঃ) নবাবের সৈন্য বাহিনীতে একে একে ছয়টি বৎসর কাটিয়ে দেন।

নবাবের নিকট থেকে বিদায়

মধুরাজপুর অভিযানের পর ইংরেজদের সাথে নবাবের সন্ধি স্থাপনের পরামর্শ আরম্ভ হয়। সাইয়িদ সাহেব সন্ধি না করে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পরামর্শ দেন। নবাবের ইচ্ছাও তাই ছিল কিন্তু সৈন্যদের মধ্যে নানা কারণে মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় এবং অন্যান্য পরিপার্শিক বিপদের কথা চিন্তা করে সন্ধি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন এবং সাইয়িদ সাহেবকে প্রবোধ দানের চেষ্টা করেন। কিন্তু নবাবের সিদ্ধান্ত সাইয়িদ সাহেবের মনঃপোত না হওয়ায় তিনি নবাবের কাছ থেকে বিদায় নেন। বিদায় বেলায় নবাবের দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। তিনি সাইয়িদ সাহেবকে বলেন, আপনি যদি আমাকে ছেড়ে দিল্লী চলে যেতে চান তবে আমার ছেলে আযাহার খাঁকে সঙ্গে নিয়ে যান। সাইয়িদ সাহেব নবাবযাদা ও অন্যান্য কয়েকজন সহচরকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লীর পথে রওয়ানা হন।

শাহ্ আব্দুল আযীয (রঃ)-এর কাছে পত্র

সাইয়িদ আহমদ (রঃ) দিল্লী রওয়ানা হওয়ার আগে মুরশিদের কাছে এই মর্মে পত্র লিখেন "আমি অধম আপনার চরণধূলা লাভের আশায় পূনরায় দিল্লীর পথ ধরলাম। নবাব সাহেব ইংরেজদের সাথে সন্ধি স্থাপন করেছেন এমতাবস্থায় এখানে অবস্থান করা সমীচীন মনে করি না।"

তারপর সাইয়িদ আহমদ (রঃ) মুরশিদের প্রিয় শহর দিল্লীর পথ ধরলেন। তাঁর সহকর্মী ও সহচর হবার সৌভাগ্য যাদের ছিল তাদের গড়ে তোলার কাজ বহু পূর্ব থেকেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। তারা সেই মহান অতিথির সাক্ষাতের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠে ছিলেন।

শাহ্ সাহেবের স্বপ্ন

সাইয়িদ আহমদ (রঃ) দিল্লী পৌঁছার এক সপ্তাহ আগে তাহার পীর ও মুরশিদ শাহ আব্দুল আযীয (রঃ) স্বপ্নে দেখলেন- দিল্লীর জামে মসজিদে রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ এনেছেন। দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে এসেছে দর্শনপ্রার্থী আশিকেরা। সর্বপ্রথম শাহ সাহেব প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতে স্বীয় যষ্টি প্রদান করে বলেন-"মসজিদের দরজায় বসে যাও। সাক্ষাৎ প্রার্থীদের অবস্থা জেনে আমার কাছে বর্ণনা করে আমার অনুমতি নিয়ে ভিতরে প্রেরণ কর।" শাহ সাহেব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুম মত কাজ করতে লাগলেন। এভাবে সহস্রাধিক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দর্শন লাভ করে।

মুরশিদের দরবারে

এক সপ্তাহ পর সাইয়িদ আহমদ (রঃ) দিল্লীতে উপস্থিত হন এবং মুরশিদের আদেশমত আকবরাবাদী মসজিদে অবস্থান করেন। সাইয়িদ সাহেব দিল্লী পৌঁছে দেখতে পান তাঁর প্রিয় উস্তাদ শাহ আব্দুল কাদীর (রঃ) আর ইহজগতে নাই। তাঁর স্থলে শাহ রফি উদ্দিন (রঃ) আকবরাবাদী মসজিদের প্রধান উস্তাদের আসনে সমাসীন।

বায়আত গ্রহণ আরম্ভ

সাইয়িদ আহমদ (রঃ) আধ্যাত্মিক স্তর সমূহ অতিক্রম করে শ্রেষ্ট ওলীদের স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাই শাহ আব্দুল আযীয (রঃ) তাকে খিলাফত প্রদান করে বায়আত নেবার আদেশ দান করেন। কিছুদিনের মধ্যে আকবরাবাদী মসজিদে বায়আত গ্রহণকারীদেও ভীড় জমে। বিশিষ্ট উলামায়ে কিরামদের মধ্যে সর্বপ্রথম বায়আত করেন মাওলানা ইউসুফ সাহেব। তিনি শাহ আব্দুল আযীয (রঃ)-এর বংশের একজন বিশিষ্ট আলিম ছিলেন। বায়আত করার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সাইয়িদ সাহেবের একজন নির্ভরযোগ্য সহচর হিসাবে সঙ্গে ছিলেন। মাওলানা আব্দুল হাই (রঃ) বিদ্যা বুদ্ধি ও পরহেযগারীতে সমসাময়িক উলামাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। মাওলানা আব্দুল হাই (রঃ) একদিন শাহ আব্দুল আযীয সাহেবের কাছে নামাযের গূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তিনি আরও জানতে চাইলেন যে নামাযে একাগ্রতা আনয়নের উপায় কি?

শাহ সাহেব উত্তরে বলেন, "তাসাউফ ও আখলাকের কিতাবগুলোতে এ বিষয়ে বিষদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ সমস্ত কিতাব পাঠ করা উচিত। তবে তত্ত্বজ্ঞানী মুরশিদের আশ্রয় না নিয়ে প্রকৃততত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা মুশকিল।

তারপর শাহ আব্দুল আযীয (রঃ) মাওলানা আব্দুল হাই (রঃ) কে সাইয়িদ সাহেবের কাছে গিয়ে এ বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করার পরামর্শ দেন। মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব আকবরাবাদী মসজিদে গিয়ে নামায সম্পর্কে

অনুরূপ প্রশ্ন করেন। সাইয়িদ আহমদ (রঃ) প্রথমে নামাযের অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। তারপর মাওলানা সাহেবকে সম্বোধন করে বলেন, "কেবল মাত্র মৌখিক শিক্ষায় এই নিয়ামত হাসিল করা যায় না। চলুন আমরা একসাথে দু'রাকাত নামায আদায় করি" মাওলানা সাহেব সাইয়িদ আহমদ (রঃ)-এর পিছনে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন।

নামাযের মধ্যে তিনি তাঁর সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেয়ে গেলেন। তিনি নামাযান্তে সাইয়িদ সাহেবের হাতে বায়আত করেন। মাওলানা সাহেব প্রায়ই বলতেন এই দু'রাকাত নামাযে আমি যে নিয়ামত লাভ করি তার সমকক্ষ কোন নিয়ামত আর আমার জীবনে পাইনি। অনুরূপ ভাবে মাওলানা ইসমাঈল সাইয়িদ সাহেবের পিছনে দু'রাকাত নামায পড়েন। নামায শেষ করে তিনিও সাইয়িদ সাহেবের হাতে বায়আত করেন।

শাহ সাহেবের বর্তমানে ওলি উল্লাহী খান্দানের স্বনাম ধন্য উলামাদের সাইয়িদ আহমদ (রঃ)-এর হাতে বায়আত করা কম আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না। মাওলানা ইউসুফ (রঃ), মাওলানা ওয়াজীহ উদ্দিন (রঃ), হাকীম মুগীছ উদ্দীন (রঃ) ও হাফিয মুঈনুদ্দীন (রঃ) নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনসহ সাইয়িদ সাহেবের হাতে বায়আত করেন। এভাবে নবদিক্ষীত শিষ্যদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে।

সাইয়িদ সাহেবের তাওয়াজ্জুহ

মাওলানা ইয়াকুব (রঃ) বলেছেন, সাইয়িদ আহমদ (রঃ) যখন তাওয়াজ্জুহ দিতেন তখন অনুভব করতাম যে আমার অন্তর যেন সাইয়িদ সাহেবের হৃদয় থেকে আধ্যাত্মিক বাণী শ্রবণ করছে।

সাইয়িদ আহমদ (রঃ) আকবরাবাদী মসজিদের ছাদ পরিস্কার করলেন

আকবরাবাদী মসজিদের ছাদ অত্যধিক উচু বিধায় মসজিদ নির্মাণের পর থেকে ছাদ পরিস্কার না করায় অনেক আবর্জনা জমা হয়ে গিয়েছিল।

সাইয়িদ আহমদ (রঃ) ঠিক করলেন তিনি নিজে মসজিদের ছাদ পরিস্কার করবেন। তিনি রশি দিয়ে সিড়ী তৈরী করে ছাদের উপরে উঠলেন। তারপর স্তুপিকৃত আবর্জনা টুকরি ভরে নিচে ফেলতে লাগলেন। এভাবে সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সময়ের ভিতর ছাদ পরিস্কার করে নিচে নেমে আসলেন।

সাইয়িদ সাহেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাইয়িদ ইসহাক সাহেবের দিল্লী আগমন

বেরেলী ছেড়ে আসার পর থেকে দীর্ঘ দশ বৎসর সময়ের মধ্যে সাইয়িদ আহমদ (রঃ) দেশে ফিরে গিয়ে আত্মীয় স্বজনকে দেখার অবসর পাননি। তাই সাইয়িদ সাহেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাইয়িদ ইসহাক (রঃ) ভাইয়ের খোঁজ নিতে দিল্লীতে উপস্থিত হন। বহুদিন পর দু'ভাই একে অন্যের সাক্ষাৎ লাভ করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাইয়িদ সাহেবের দরবারের অবস্থা দেখে বিস্মিত হন।

তিনি সাইয়িদ আহমদ (রঃ) কে দেশে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে সফর করার প্রয়োজন ছিল তাই সাইয়িদ আহমদ (রঃ) ভাইকে এই বলে বিদায় দিলেন যে তিনি কিছু দিনের মধ্যে দেশে ফিরবেন।

সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল

কিছুদিনের মধ্যে সাইয়িদ সাহেবের সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আল্লাহ যেন তার বান্দাহদের অন্তরের মোড় সাইয়িদ সাহেবের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। নানা স্থান থেকে দাওয়াত আসতে লাগল। সাইয়িদ আহমদ (রঃ) তার মুরশিদের অনুমতি নিয়ে মানুষের হিদায়াতের জন্য ভ্রমণ আরম্ভ করলেন। বিদায় বেলায় শাহ আব্দুল আযীয (রঃ) তাঁর প্রিয় খলীফা সাইয়িদ আহমদ (রঃ) কে নিজের জামা দান করলেন।

সাইয়িদ আহমদ (রঃ) ১৮১৮ খৃস্টাব্দে দিল্লী থেকে বের হন। তিনি বেরেলী পৌঁছা পর্যন্ত ছ'মাস সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থান সমূহ ভ্রমণ করেন। গাজীআবাদ, মুরাদনগর, মিরাঠ কান্দলহ, বুদ্ধনা, মুজাফরনগর, দেওবন্দ,

গংগু, নানুতই, থানাবুন, রামপুর, সাহারানপুর, শিকারপুর ও শেখপুরা ইত্যাদি।

উল্লেখিত স্থান সমূহের হাজার হাজার লোক সাইয়িদ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। বহু লোক তাঁর হাতে বায়আত করে আবিদ শ্রেণীভূক্ত হয়ে যায়। তিনি যেখানে সামান্য সময় অবস্থান করেন সেখানকার অনাবাদ মসজিদগুলি আবাদ হয়ে যায়, শিরক ও বিদআত দূর হয়ে যায়।

এই সফরে মাওলানা আব্দুল হাই ও মাওলানা ইসমাঈল সাইয়িদ সাহেবের সাথে ছিলেন। তাঁরা মুরশিদের সওয়ারীর পিছনে পিছনে পায়ে হেঁটে চলতেন, আবার কোন সময় ঘোড়ার লাগাম ধরে চলতেন। রাত্রে সাইয়িদ সাহেবের পাশে বিনয়ী ভৃত্যের মত বসে ফয়েয হাসিল করতেন।

তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া

হিন্দুস্থানে তখন তিনটি প্রসিদ্ধ তরীকা প্রচলিত ছিল। চিশতিয়া, কাদিরিয়া ও নকশবন্দিয়া। তাছাড়া নকশবন্দিয়া তরিকার একটি শাখাকে মুজাদ্দিদিয়া আলফে সানী (রঃ)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত বলে মুজাদ্দিদিয়া বলা হত। সাইয়িদ আহমদ (রঃ) উল্লেখিত তরীকাসমূহ ছাড়া মুহাম্মদিয়া তরীকার ও বায়আত নিতেন। এই সফরে রামপুরে অবস্থান কালে সাইয়িদ আহমদ (রঃ) কে তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। তিনি উত্তরে বলেন, তরীকায়ে মুহাম্মদিয়ার তাৎপর্য এইঃ প্রত্যেক মানুষের প্রতিটি কাজ যেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হয়। যেমন পাপ থেকে বিরত থাকার জন্য বিবাহ করা শরীআতের নিয়ম মুতাবিক অন্ন সংস্থানের জন্য বৈধ সম্পদ সংগ্রহ করে নিজেকে ও পরিবারবর্গকে পরমুখাপেক্ষী হইতে না দেওয়া। রাতের শেষদিকে তাহাজ্জুদ নামায ও ইবাদত করার উদ্দেশ্যে প্রথম দিকে নিদ্রা যাওয়া। এভাবে জীবনের প্রতিটি কাজে একমাত্র খোদার সন্তুষ্টি লাভকেই মূল উদ্দেশ্য মনে করা তরীকায়ে মুহাম্মদিয়ার সার। অর্থাৎ চার

তরীকা মুতাবিক যিকর, ফিকর ও মুরাকাবা করার সাথে সাথে জীবনের সকল কর্ম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরীকা মুতাবিক খালিস আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করার উপর প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করাই তরীকায়ে মুহাম্মদিয়ার মূল উদ্দেশ্য।

প্রাণ সংহার করতে এসে হিদায়ত প্রাপ্তি

এই সফরে আকবর আলী খান নামক এক আততায়ী সাইয়িদ আহমদ (রঃ) কে হত্যা করতে এসে তাঁর হাতে বায়আত করে। আরও একজন রিসালাদার সাইয়িদ সাহেবকে খুন করতে এসে তাঁর হাতে বায়আত করেন। কবি ইকবাল সত্যিই বলেছেন প্রকৃত মুমিনের সুদৃষ্টিতে তাকদীরেরও পরিবর্তন ঘটে।

نگاہ مرد مؤمن سے بدل جاتی ہے تقدیریں

বেরেলী প্রত্যাবর্তন

এভাবে সাইয়িদ আহমদ (রঃ) দিল্লী থেকে বের হওয়ার পর থেকে বেরেলী পৌঁছা পর্যন্ত দীর্ঘ ছয়মাসকাল দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে দীর্ঘ দশ বৎসর পর সাইয়িদ আহমদ (রঃ) ৬০/৭০ জন সহচরকে সঙ্গে নিয়ে জন্মভূমির দিকে রওয়ানা হন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভাই ইসহাক সাহেবকে এই বলে বিদায় দিয়েছিলেন; সফর শেষ করে ইনশাআল্লাহ বাড়ি ফিরব। ভাই সাহেব ঘরে ফিরে মেহমানদারীর ব্যবস্থায় লেগে যান। কিন্তু সাইয়িদ আহমদ (রঃ) এর সাথে আর তার দেখা হলনা। তিনি হঠাৎ মারা যান। গাজী আবাদ নামক স্থানে পৌঁছে সাইয়িদ আহমদ (রঃ) ভাই ইসহাক ছাহেবের মৃত্যু সংবাদ পান।

বেরেলীতে সাইয়িদ আহমদ (রঃ)

সাইয়িদ আহমদ (রঃ) ৬০/৭০জন সহচরকে নিয়ে ১৮১৯ খৃস্টাব্দের জুন মাসে বাড়িতে পৌঁছেন। তখন দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ। ঘরে ও মসজিদে প্রদীপ জ্বালানো মুশকিল হয়ে পড়েছিল। এমন দুর্দিনে শতাধিক মানুষের খাওয়া পরার দায়িত্ব সাইয়িদ সাহেবের উপর অর্পিত হয়।

তখনকার একটি ঘটনা সাইয়িদ মুহাম্মদ আলী বর্ণনা করেছেন। একবার মুশলধারায় বৃষ্টি নামল। নদী-নালা পানিতে ভর্তি হয়ে গেল। আমি দু'দিনের উপবাসী। বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ এভাবে কাটিয়ে মসজিদে চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি সাইয়িদ আহমদ (রঃ) মুরীদগণকে নিয়ে যিকরে ইলাহীতে মশগুল। তারাও উপবাসী কিন্তু তাদের মধ্যে চঞ্চলতার লেশমাত্র নেই। আমাকে দেখে সাইয়িদ আহমদ (রঃ) আমার হাত ধরে তার পাশে বসিয়ে দিলেন। এই মনোরম পরিবেশ দেখে আমার চোখে অশ্রু দেখা দিল। আমি তাঁর কাছে নিবেদন করলাম, এত বৃষ্টির দিনে ঘরের সবাই উপবাস করছে।

তিনি আমার কথা শুনে মুচকি হাসলেন এবং মুরীদগণকে নিয়ে মুনাজাত আরম্ভ করলেন। দু'আ শেষে দেখলাম মেঘমুক্ত আকাশের বুকে চাঁদ হাসছে। এমন সময় কারা যেন সুই নদীর অপর পার থেকে আওয়াজ দিল নৌকা পাঠান আমরা আসতে চাই।

নদী পাড়ি দিয়ে আগন্তুকরা সাইয়িদ সাহেবের খিদমতে উপস্থিত হয়ে কয়েকটি টাকা দিয়ে বলল এই টাকা আপনার মুরীদ সাইয়িদ ইয়াছিন পাঠিয়েছেন। সাইয়িদ সাহেব সেই টাকা দিয়ে খিচুড়ীর বন্দোবস্ত করে সবার মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিলেন। খাওয়ার পর তিনি বললেন আমি আমার রিযিকদাতা আল্লাহর উপর এত বেশী নির্ভরশীল যে যদি সাতটি মহাদেশের মানুষকে নিয়ে সিন্ধু মরুভূমি অথবা আরবের বালুকা প্রান্তরের মত স্থানে অবস্থান করি তবে সেই অনাবাদ স্থানে আবাদ জায়গার চেয়ে বেশী খাদ্যের ব্যবস্থা তিনি করে দিতে পারেন।

রাতের কান্না

সাইয়িদ আব্দুর রহমান বর্ণনা করেছেন সাইয়িদ আহমদ (রঃ) যখন তাহাজ্জুদের নামায পড়তে উঠতেন তখন আমিও উঠে কুরআন হিফযে লেগে যেতাম। তিনি শেষ রাত্রে কেঁদে কেঁদে হাফিযের শের পড়তেন। ফজরের নামাযের পর সাইয়িদ আহমদ (রঃ) উপস্থিত উলামাদের সামনে আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যা করতেন। বিজ্ঞ শ্রোতাগণ প্রয়োজনবোধে কোন আয়াত ও হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। তিনি এ সম্পর্কে যথার্থ বর্ণনা দিতেন। সূর্যোদয়ের পরে বেশ কতক্ষণ এই মহফিল চলত।

অপরিসীম ধৈর্য্য

একবার পীরদাদ খান নামক জনৈক পাঠানের গাভী সাইয়িদ সাহেবের বাগানে প্রবেশ করে। পাহারাদাররা গাভীটিকে বহুদূর পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যায়; ফলে গাভীটি ক্লান্ত হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে। খান সাহেব গাভীর অবস্থা দেখে মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে সাইয়িদ সাহেবের কাছে এসে রুক্ষ ভাষায় নানা কথা শুনিয়ে দেন।

সাইয়িদ সাহেব তাকে সান্তনা দিয়ে বলেন, খান সাহেব পাহারাদাররা মন্দকাজ করেছে। আমি তাদের সাবধান করে দেব। যদি গাভীটি মারা যায় তবে তার চেয়ে উত্তম একটি গাভী আপনাকে দিয়ে দেব।

তখন সেখানে অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন সাইয়িদ সাহেবকে কে যেন একটা আম ও খরবুজা এনে দিয়েছিল। তিনি আমটি খান সাহেবকে দিতে চাইলেন। খান সাহেব রাগে আমটি হাতে নিলেন না।

সাইয়িদ আব্দুর রহমান তখন বাইরে গিয়েছিলেন, তিনি এসে ঘটনাটি শুনে সাইয়িদ সাহেবের কাছে গিয়ে বললেন, বেআদব পীরদাদ খান চলে গেল। আমি উপস্থিত থাকলে তাকে বুঝিয়ে দিতাম।

এদিকে সাইয়িদ সাহেবের আত্মীয় স্বজনরা খানের প্রতিশোধ নিতে চাইলেন। সাইয়িদ সাহেব সবাইকে বুঝিয়ে বললেন, আপনারা ধৈর্য্য ধরুন, যদি প্রতিশোধ নেন তবে পীরদাদ খান হয়তো জুমআর জামাআত ছেড়ে দিতে পারে।

ঘরে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা

ঘটনাটি এখানে শেষ হলনা। তারপর সাইয়িদ আহমদ (রঃ) কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে লুহানীপুর পীরদাদ খানের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। খান সাহেব সাইয়িদ সাহেবকে আসতে দেখে অন্দর মহলে চলে যান।

সাইয়িদ সাহেব ঘোড়া থেকে অবতরণ করে দরজার কাছে বসে খানকে ডাক দিয়ে বললেন, খান সাহেব অপরাধ ক্ষমা না করলে আপনার দরজা ছেড়ে যাব না।

ইতিমধ্যে আশেপাশের বেশ কয়েকজন লোক এসে জমা হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা খানকে সাইয়িদ সাহেবের কাছে নিয়ে আসে। সাইয়িদ সাহেব তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, খান সাহেব আমার অপরাধ মার্জনা করে দিন। আপনার গাভী মরে গেলে তার চেয়ে উত্তম গাভী আপনাকে দিয়ে দিতাম।

এদিকে পীরদাদ খানের ভাই নূর দাদ খান সাইয়িদ সাহেবের এমন নম্র ব্যবহার ও তার ভাইয়ের দাম্ভিকতা দেখে তৎক্ষণাৎ ভাই থেকে আলাদা হয়ে যান এবং সাইয়িদ সাহেবের হাতে বায়আত করেন। এই পীরদাদ খান বালাকুটের প্রান্তরে সাইয়িদ আহমদ (রঃ)-এর সাথে শহীদ হন।

তকিয়ার পবিত্র পরিবেশ

বড় বড় নবাবযাদা ও আমীর উমরাগণ পার্থিব সম্পদ ও সম্মানকে তুচ্ছজ্ঞান করে দীন দুঃখীদের সাথে নিঃসংকোচে তকিয়া শরীফের মাটিতে আসন গ্রহণ করেছিলেন। তাই দেখা যায় কপর্দকহীন এক পাঠানের পাশে মাটির উপর নিঃসংকোচে বসে আছেন টুঙ্কের নবাবযাদা।

ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے محمود و ایاز
نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز

বড় বড় আমীর উমারা, উলামায়ে কিরাম সাইয়িদ সাহেবের সাথে মেহনতের কাজ করতেন। তারা নিজ হাতে কাঠ কাটতেন, জঙ্গল পরিষ্কার করতেন, ইট প্রস্তুত করে মসজিদ, ও মুসাফিরখানা নির্মাণ করতেন।

এক দরবেশের ডাকে যারা বালাখানা থেকে নেমে এসে ফকীর বেশে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাদের মধ্যে মাওলানা ওলায়েত আলী সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

একবার মাওলানা ওলায়েত সাহেবের পিতা তার জন্য চারশত টাকা নগদ এবং ১৪/১৫ প্রস্থ কাপড় দিয়ে একজন খাদিমকে পাঠান।

খাদিম তাকে শৈশবকাল থেকেই চিনেন। খাদেম বেচারা বেরেলীতে এসে অনেক খোঁজাখুজিঁর পর জানতে পারলেন যে মাওলানা ওলায়েত সাহেব সুই নদীর তীরে কাদামাটি উঠানোর কাজ করছেন।

খাদিম সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, সাইয়িদ সাহেবের বহু মুরীদ মাটি উঠানোর কাজ করছেন। মাওলানা ওলায়েত আলী সাহেবও সেখানে ছিলেন। সাদা-সিধে কাপড় পরিহিত কাঁদা মাখা শরীরে ওলায়েত সাহেবকে দেখে খাদিম পরিচয় করতে পারলেন না। তিনি তাকেই জিজ্ঞেস করলেন, বলতে পার পাটনাবাসী ওলায়েত সাহেব কোথায় আছেন?

উত্তরে তিনি বললেন, "আমিইতো ওলায়েত আলী।" খাদেম রাগত কণ্ঠে বললেন "আমি তোমার কথা জিজ্ঞেস করি নাই।"

আমি সেই ওলায়েত সাহেবকে খোঁজছি; যিনি হচ্ছেন, মাওলানা ফতেহ আলী সাহেবের সাহেবযাদা এবং বিহার প্রদেশের নাজিম রফি উদ্দীন হোসেন সাহেবের পৌত্র।

মাওলানা ওলায়েত সাহেব আবার বললেন, "আমিই তো সেই ওলায়েত আলী।"

খাদিম এবারে তাকে বললেন, বুঝতে পারছি, তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করছ। মাওলানা সাহেব খাদিমের কথা শুনে বললেন, "আচ্ছা ভাই তবে অন্যত্র গিয়ে তালাশ কর।" তারপর খাদিম অন্যদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে, তিনিই মাওলানা ওলায়েত আলী।

খাদিম মাওলানা ওলায়েত সাহেবের অতীত দিনের কথাগুলি চিন্তা করে অনেক্ষণ কাঁদলেন, তারপর পিতার দেওয়া আমানত ছেলের কাছে সমজিয়া দিয়ে বিদায় নিলেন।

মাওলানা সাহেব তাঁর পিতার প্রেরিত সবকিছু সাইয়িদ সাহেবের হাতে দিয়ে বললেন, আপনি যাকে ইচ্ছা দান করুন।

মেহমানখানা

দিন দিন মেহমানদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। সাইয়িদ সাহেব ঠিক করলেন তাদের জন্য কাঁচা ইট দিয়ে একখানা ঘর তৈরী করবেন। এই উদ্দেশ্যে একদিন সাইয়িদ সাহেব কোদাল হাতে নিয়ে মাটি কাটতে আরম্ভ করলেন। ভক্তরা নিবেদন করলেন, হুযূর আপনি কেন কষ্ট করতেছেন? আমরা তো রয়েছি। তিনি তাদের কথা শুনে বললেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববী তৈরী করার সময় নিজ হাতে কাজ করছিলেন, বোঝা বহন করেছিলেন, সাহাবায়ে কিরামগণ মসজিদ নির্মাণে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আপনারাও আমার সাথে অংশগ্রহণ করুন।

এভাবে ভক্তগণকে নিয়ে পঞ্চাশ সহস্র কাঁচা ইট তৈরী করে দু'মাসের মধ্যে একখানা বিরাট ঘর তৈরী করে ফেললেন। এই ঘর পরিবারের সব লোককে সরিয়ে নিয়ে বাড়ীর সব কয়টি ঘর মেহমানদের জন্য খালি করে দিলেন।

মসজিদ নির্মাণ

বেরেলী অবস্থানকালে সাইয়িদ আহমদ (রঃ) দু'টি মসজিদ নির্মাণ করেন, একটি তকিয়া পল্লীতে ও একটি বেরেলী শহরের কেন্দ্রস্থলে। মসজিদ নির্মাণের সময় সাইয়িদ সাহেব অন্য দশ জনের মত নিজে কাজ করতেন, নির্দেশ দিয়ে বসে থাকতেন না।

আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের পূর্ববর্তী পীর মাশাইখগণ মুরীদগণের সঙ্গে আল্লাহর ওয়াস্তে দৈহিক কষ্ট সাধ্য কাজে অংশগ্রহণ করতে সংকোচবোধ করতেন না। কেনই বা করবেন ? তাদের প্রাণের প্রাণ দু'জাহানের সরদার মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁরা কল্পনানেত্রে দেখতেন খন্দকের পরিখা খনন করেছেন। ক্ষুধার জ্বালা লাঘব করার উদ্দেশ্যে পবিত্র পেঠে পাথর বেঁধে রেখেছেন। তিনি সাহাবাগণকে নির্দেশ দিয়ে বালাখানায় বসে থাকেননি। আর বালাখানা তো ছিলই না।

জিজ্ঞাস্য! আমরা আজ আমাদের দাম্ভিক অন্তরের দাম্ভিকতাকে সে সকল চরণে কি নিবেদন করতে পারি না?

বিধবা বিবাহ

ভারতীয় হিন্দুদের সংস্পর্শে এসে অনেক সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমানদের মধ্যে যেসব কুসংস্কার বেমালুম ঢুকে পড়েছিল তন্মধ্যে বিধবা বিবাহকে নিন্দাজনক মনে করাটিও একটা ছিল।

হিন্দুদের বিধবা বিবাহ আপত্তিকর হওয়ার পিছনে তাদের শাস্ত্রীয় অনেক যুক্তি প্রমাণ ছিল বলেই তারা বিধবা বিবাহ বন্ধ করে দিয়ে ছিলেন সত্য! কিন্তু গোপন অপরাধ বন্ধ করতে পারেননি।

পরে অবশ্য রাজা রামমোহন রায় ও অন্যান্য বিজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় সংস্কার সাধিত হয়। কিন্তু মুসলামানদের কাছে বিধবা বিবাহ বন্ধ করে দেওয়ার কোন ধর্মীয় যুক্তি প্রমাণ ছিলনা।

এমনি করে একজনের অনুকরণে অন্যজন কাজটাকে মন্দ মনে করতে আরম্ভ করেছিলেন।

একদিন সাইয়িদ আহমদ (রঃ)-এর মাহফিলে মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব নিম্নলিখিত আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করেন-

لاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ
يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّاللّٰهَ وَرَسُوْلَه وَلَوْ كَانُوْا
ابَاءَهُمْ اَوْاَبْنَاءَهُمْ اَوْاِخْوَانَهُمْ اَوْعَشِيْرَتَهُمْ

(সূরা হাশর, আয়াত ২২)

তরজমা ঃ "যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস রাখে তাদের দেখবেনা যে, তারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে। যদি সে তার পিতা, ছেলে, ভাই বা স্বগোত্রীয় লোকও হয়।

মাওলানা সাহেব তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে ভারতের খ্যাতনামা পরিবারগুলির ধর্মীয় আদেশ পালনে দূর্বলতা বর্ণনা করেন। এমনকি সাইয়িদ আহমদ (রঃ)-এর পরিবারের দূর্বলতা বর্ণনা করতেও ত্রুটি করেননি।

ওয়ায শুনে সাইয়িদ আহমদ (রঃ) মাওলানা আব্দুল হাই সাহেবের সামনে বসে বললেন, আমি আল্লাহর বান্দাহ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুগত। আমি আগেই বলেছি যে, আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ পালনে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ধনী-দরিদ্রের কোন তোয়াক্কা করবনা। আমার আত্মীয়-স্বজনদেরকে

জানিয়ে দিতে চাই, যারা শরীআতের আদেশ নিষেধ পালনে আমার সাথে থাকবে, এ ব্যাপারে কোন মানুষকে ভয় করবেনা। সেই প্রকৃত পক্ষে আমার আপন আর যে, তা করতে অস্বীকার করবে তার সাথে আমার কোন সর্ম্পক নেই।

সাইয়িদ সাহেবের কথাগুলো শুনে মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব নিবেদন করলেন, জনাব আমরা আপনার পক্ষ থেকে এধরণের কথাই আশা করে থাকি তাই অন্য কোন মুরশিদের শিষ্যত্ব গ্রহণ না করে আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি।

একটি স্বপ্ন

কিছুদিন পর এক রাত্রে সাইয়িদ আহমদ (রঃ) স্বপ্নে দেখলেন বিরাট একটি কাঠের বোঝা উঠানোর জন্য অনেকে চেষ্টা করছেন। ভারী বোঝাটি কারো পক্ষে উঠানো সম্ভবপর হচ্ছে না। সেখানে সাইয়িদ সাহেবের বিধবা ভ্রাতৃ বধুও (সাইয়িদ ইসহাক (রঃ)-এর স্ত্রী) উপস্থিত। সাইয়িদ সাহেব তাকে বললেন, চল আমরা বোঝাটি বহন করে ঘরে নিয়ে যাই। তিনিও বোঝটিকে ভারী মনে করে সরে গেলেন।

তারপর সাইয়িদ আহমদ (রঃ) তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে সম্মত করে উভয়ে বোঝাটি বহনকরে ঘরে নিয়ে গেলেন।

ফজরের পর সাইয়িদ আহমদ (রঃ) তার স্বপ্নটি তার মুরীদ বিশিষ্ট আলিমগণের কাছে বর্ণনা করে বললেন এই স্বপ্নের তাবীর সম্পর্কে চিন্তা করুন।

তাঁরা নিবেদন করলেন, জনাব আপনি নিজে এই স্বপ্নের তত্ত্ব বর্ণনা করুন।

তখন সাইয়িদ আহমদ (রঃ) স্বপ্নের ত্বত্ত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, আল্লাহ তাআলার কোন কোন নির্দেশ পালন করাকে ভারতের অনেক

খ্যাতনামা পরিবারের লোকও মন্দ মনে করেন। যেমন- বিধবার দ্বিতীয় বিবাহকে মন্দ মনে করা।

স্বপ্নে জ্বালানীকাষ্ট দেখিয়ে পারিবারিক জীবনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আমার মনে হয় আমি ও আমার পরলোক গত ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী দ্বারা মুসলিম সমাজে বিধবাদের দ্বিতীয় বিবাহ পূনঃপ্রবর্তিত হবে। আমি সর্বপ্রথম আমার ঘরে সেই সুন্নাতকে জীবিত করে, তারপর মানুষকে এই কাজ করার নির্দেশ দিব।

নিজগৃহে ওয়ায

তারপর ঘরের সবাইকে জমা করে এই ওয়ায করেন ইসলাম শুধু আমি মুসলমান বলার নাম নয়। ইসলাম শুধু গরুর গোশত ভক্ষণ করার নাম নয়। ইসলামের বিধি-নিষেধ পালন করার নাম ইসলাম। ইসলামের নির্দেশ সমূহের মধ্যে বিধবাকে দ্বিতীয় বিবাহ দেওয়াও একটি। দুঃখের বিষয় এখন অনেকে এই কাজটাকে কুফর ও শিরকের মত মহাপাপ বলে মনে করেন। তারা কি লক্ষ্য করেনা যে উম্মাহাতুল মুমিনীনদের মধ্যে হযরত আয়শা (রাঃ) ছাড়া সবই ছিলেন বিধবা।

পরদিন সাইয়িদ আহমদ (রঃ) এই বিষয়ের উপর আরও ওয়ায করেন। ওয়ায শেষে তাঁর খালা ছাহেবাকে বলেন, আমার বিধবা ভ্রাতৃবধুকে আমার সাথে দ্বিতীয় বিবাহ বসতে রাজী করুন। আমার ঘরে সুন্দরী স্ত্রী রয়েছেন, আমি কেবলমাত্র একটি মৃত সুন্নাতকে জীবিত করার কাজ আমার ঘর থেকে আরম্ভ করতে চাই।

বিবাহ

আত্মীয় স্বজনরা সাইয়িদা ওলিয়াকে বুঝিয়ে সম্মত করলেন। নির্দিষ্ট দিনে বিবাহ হয়ে গেল। সাইয়িদ আহমদ (রঃ) এই সুন্নাতকে জারী করার জন্য এত বেশী উৎসাহিত ছিলেন যে তিনি বিবাহের দিন সাইয়িদা ওলিয়াকে তার বিবাহের শিরনী নিজ হাতে বণ্ঠন করার হুকুম দেন।

বিভিন্ন স্থানে পত্র

বিবাহের পর সাইয়িদ আহমদ (রঃ) এই সুন্নতকে জারী করার উদ্দেশ্যে মানুষকে উৎসাহিত করার জন্য দিল্লী ও অন্যান্য স্থানে পত্র লিখেন। এভাবে অল্প দিনের মধ্যে সাইয়িদ আহমদ (রঃ) ও তাঁর খলিফাগণের প্রচেষ্টায় কুসংস্কারটি দূর হয়।

জিহাদের প্রস্তুতি

সাইয়িদ আহমদ (রঃ) এর সময় ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল এই- ইংরেজরা সমস্ত ভারত গ্রাস করতে চলছে।
মোগলের ধ্বংসাবশেষের উপর গজিয়ে উঠা রাজ্য গুলির পরিচালকদের মধ্যে নৈতিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। তারা নিজের আরাম-আয়েশকে মুসলমানদের জাতীয় উন্নতির অনেক উর্দ্ধে স্থান দিয়েছে। তারাও ইংরেজ অজগরের গ্রাসে পরিণত হতে চলেছে। শিখরা পাঞ্জাবে মুসলমানদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। হিন্দুদের চক্রান্তে অনেক এলাকার মুসলমানদের প্রাণ কণ্ঠাগত। মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় চেতনা লুপ পেয়েছে। জিহাদের সে উদ্যম আর তাঁদের হৃদয়ে নেই। টিপু সুলতান ও হায়দার আলীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। এখন সাইয়িদ আহমদ (রঃ)-এর মত একজন সাচ্চা মুজাহিদের নেতৃত্বে জিহাদের প্রয়োজন দেখা দিল।

তিনি জিহাদ করবেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে, শিখের বিরুদ্ধে।

বহুদিন থেকে সাইয়িদ আহমদ (রঃ)-এর কাজটি আরম্ভ করার ইচ্ছা ছিল। এখন তিনি সহস্র সহস্র ভক্তের মুরশিদ, যারা আল্লাহ ও রাসূলের দীনের জন্য প্রাণ দিতে বিন্দু মাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না। তিনি ভক্তদেরে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন।

সাইয়িদ সাহেবের দরবারে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ)

সাইয়িদ আহমদ (রঃ)-এর বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ) বাংলা ও আসামের মুসলমানদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। তিনি মাত্র ১৮ বছর বয়সে বেরেলীতে সাইয়িদ আহমদ (রঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হন এবং অল্পদিনের মধ্যে কামালিয়াত লাভ করেন।

হজ্জ

সাইয়িদ আহমদ (রঃ) ঠিক করে ফেলেছিলেন যে, তিনি দলবলসহ কোন নিরাপদ স্থানে হিজরত করে চলে যাবেন এবং সেখান থেকে ভারতে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠাকল্পে জিহাদ আরম্ভ করবেন। তিনি হঠাৎ কর্মসূচী পরিবর্তন করে ঘোষণা করলেন, হজ্জে যাবেন। হঠাৎ মত পরিবর্তন করার কারণ ছিল এই অনেক উলামা নামধারী ব্যক্তি জলপথ নিরাপদ নয় বলে ফতওয়া দিয়েছিলেন যে, ভারতবাসীর উপর এখন হজ্জ করা ফরয নয়। সাইয়িদ সাহেবের মুরশিদ শাহ আব্দুল আযীয (রঃ) এই ফতওয়াকে দৃঢ়ভাবে খন্ডন করেন।

সাইয়িদ আহমদ (রঃ) ঠিক করলেন যে, তিনি দলবল সহ নিজে হজ্জে গেলে ভারতবাসী মুসলমানদের মন থেকে ফতওয়া দ্বারা সৃষ্ট ধারণাটি

সহজে দূর হবে। তাই তিনি জিহাদ আরম্ভ করার আগে এই পবিত্র কাজটি সমাধান করতে বদ্ধ পরিকর হলেন। স্বীয় শিষ্যদের কাছে এই মর্মে পত্র লিখলেন আমি এবারে হজ্জে যাব যথাসময়ে প্রস্তুত হয়ে আসেন। হিন্দুস্থান জোড়ে সাড়া পড়ে গেল।

১২৩৬ হিজরীর ১লা শাওয়াল ঈদের নামাযের পর চারশত হজ্জ যাত্রীকে নিয়ে সাইয়িদ সাহেব তকিয়া শরীফ থেকে রওয়ানা হন। তাঁর কাছে কয়েকটি টাকা ছিল তিনি তা গরীব দুঃখীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। একমাত্র খোদার উপর ভরসা রেখে সমস্ত কাফেলাকে নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেন।

ষোল মাইল পথ অতিক্রম করার পর কাফেলাকে নিয়ে ডলমুর অনতিদূরে এক বাগানে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল দু'জন অশ্বারোহী তীব্রবেগে বাগানের দিকে ছুটে আসছে। অশ্বারোহীদ্বয়ের পিছনে পিছনে চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোকও আসতেছে। তারা কাছে এসে থেমে গেলেন। সাইয়িদ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছে বায়আত করলেন। তারপর অশ্বারোহীদ্বয়ের একজন সাইয়িদ সাহেবের কাছে নিবেদন করলেন "আমরা দুই সহোদর" আমি জ্যেষ্ঠ। এ পথে আপনার আগমন সংবাদ জানতে পেরে বেশ কয়েকদিন থেকে আপনার সমস্ত কাফেলাকে দাওয়াত করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছি। আজ আহার্যদ্রব্য প্রস্তুত আরম্ভ করেছি এমন সময় আমার ছোট ভাই আড়ি পেতে বসল। সে আমার আগেই আপনার কাফেলাকে দাওয়াত করতে চায়। আমাদের মধ্যে এ নিয়ে বিরাট ঝগড়ার সৃষ্টি হয়ে গেছে। মীমাংসায় পৌঁছা সম্ভবপর হচ্ছে না। এখন আপনার আদেশ শিরোধার্য।
সাইয়িদ আহমদ (রঃ) উভয়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে ঝগড়াটার ফয়সালা করে দিলেন। তারা সন্তুষ্টচিত্তে সাইয়িদ আহমদ সাহেবকে কাফেলাসহ ডলমুতে নিয়ে গেলেন। সাইয়িদ সাহেব এখানে সপ্তাহকাল অবস্থান করলেন।

এক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় সাইয়িদ সাহেবের শরণাগত শত শত ভক্ত প্রবরের আগমনে কিছুদিনের জন্য জান্নাতী পরিবেশ সৃষ্টি হল। সহস্রাধিক নর-নারী সাইয়িদ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করল।

স্থানে স্থানে ওয়ায মাহফিলের আয়োজন করা হল। শহরে উলামায়ে কিরাম শিরক বিদাআতের পরিণাম, তাওহীদের মাহাত্ম্য এবং হজ্জের ফদ্বিলত ইত্যাদি বিষয়ে ওয়ায করলেন। চতুর্দিকে ঘোষনা করা হল পরের দিন ফজরের নামাযের পর সাইয়িদ সাহেব ওয়ায করবেন।

ডলমুতে ওয়ায

ফজরের নামাযের পর সাইয়িদ আহমদ (রঃ) ওয়ায আরম্ভ করলেন। হামদ ও না'তের পর উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করে বললেন, ভাই সব, যদি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় দুনিয়ার মোহজাল ছিন্ন করে জন্মভূমিকে পিছনে ফেলে হজ্জের উদ্দেশ্যে মুসাফিরিকে গ্রহণ করে থাক, তবে তোমরা একে অন্যের সহিত ব্যবহারে, পরস্পর সহানুভূতিতে এক অনুপম আদর্শ স্থাপন কর। তোমাদের অবস্থা দেখে যেন মনে হয় একই মায়ের কয়েকটি চরিত্রবান ছেলে।

অপরের সুখ দুঃখকে নিজের বলে মনে কর। অন্যের খিদমতকে সম্মানের কাজ মনে কর। তোমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্টে আকৃষ্ট হয়ে অন্যরা এগিয়ে আসবে। আমার বিশ্বাস, খোদার মেহেরবাণীতে লক্ষ লক্ষ লোক আমি অধমের দ্বারা সত্যপথে সন্ধান লাভ করবে। ইসলামের মূলনীতি সর্ম্পকে অজ্ঞ, শিরক বিদআত ও পাপাচারে লিপ্ত সহস্র লোক পূর্ণ তাওহীদবাদীতে পরিণত হবে। আমি হিন্দুস্তানবাসীর জন্য আল্লাহর কাছে এই ফরিয়াদ করেছি, হে আল্লাহ! তোমার কা'বার পথ বন্ধ। অনেক ধনবান ব্যক্তি শয়তানের কুমন্ত্রণায় ভূলে রাস্তা নিরাপদ নয় অজুহাত দেখিয়ে হজ্জে যায়নি। তাদের জন্য কা'বা যিয়ারতের সব প্রতিবন্ধক দূর করে দাও হে খোদা। আমার দু'আ আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন। আমি হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর এই রাস্তা অবাধে খোলে দেওয়া হবে বলে ইঙ্গিত পেয়েছি। ইনশাআল্লাহ যারা বেঁচে থাকবেন সচক্ষে দেখতে পাবেন।

সপ্তম দিন সাইয়িদ সাহেব হজ্জ যাত্রীদের সংঙ্গে নিয়ে ডলমু থেকে বিদায় নিলেন। ভক্ত, মেজমান ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিবেশী সহস্রাধিক নবদীক্ষিত শিষ্য সজল নয়নে কাফেলাকে বিদায় দিল। ডলমু থেকে কয়েকখানা নৌকা ভাড়া করে তারা নদী পথে এগিয়ে চললেন।

দম দমা

দম দমা গ্রামের কাছে পৌঁছলে সেখানকার শেখ মাযহার আলী সাহেব সাইয়িদ আহমদ (রঃ) কে দাওয়াত করেন। শেখ মাযহার আলী তিনশত লোকসহ সাইয়িদ সাহেবের হাতে বায়আত করেন। দমদমার পাশে অবস্থিত একগ্রামে ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নামে বহু চবুতরা ছিল। সে গ্রামের শেখ মুহাম্মদ পানাহ সাইয়িদ আহমদ (রঃ) কে দাওয়াত করে নিয়ে যান। সাইয়িদ সাহেব সেখানে দু'দিন অবস্থান করেন এবং হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নামে নির্মিত চবুতরাগুলি ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন। তার আদেশে চবুতরাগুলি ধুলিসাৎ করে দেওয়া হয়। সাইয়িদ আহমদ (রঃ) কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামকে আবাদ করে তৃতীয় দিনে কাফেলাসহ রওয়ানা হন। নৌকা ছাড়ার কিছুক্ষণপর সন্ধ্যা হয়ে গেল। মাঝিরা নৌকাগুলি এমন এক জাগায় ভিড়ায় যেখানে নদীর কিনারায় বহুদূর পর্যন্ত কোন গ্রাম ছিলনা। তাছাড়া প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হয়। ফলে আহার্যদ্রব্য প্রস্তুত না করে তাঁরা রাত্রে না খেয়ে থাকবেন বলে ঠিক করেন।

এলাহাবাদ

কয়েকশত হজ্জ যাত্রীকে নিয়ে সাইয়িদ সাহেব এলাহাবাদ পৌছেন। সেখানকার শেখ গোলাম আলী সাহেব সমস্ত কাফেলাকে দওয়াত করেন। তিনি কাফেলার খাওয়া দাওয়ার জন্য প্রত্যহ এক হাজার টাকা করে খরচ করতে লাগলেন। এভাবে পনের দিন পর্যন্ত কাফেলার মেহমানদারী করেন। (স্থানীয় ফকির মিসকীনরাও পনের দিন ধরে কাফেলার সংঙ্গে খাওয়া দাওয়া করে)। শেখ সাহেব প্রত্যেক হাজীকে একপ্রস্থ এহরামের কাপড় ও নগদ দশ টাকা করে দান করেন। তাছাড়া হাজীদের জন্য তেরটি তাঁবু ও সাইয়িদ সাহেবের হাতে নগদ সাড়ে চার হাজার টাকা দান করেন।

এলাহাবাদ অবস্থানকালে সহস্র লোক সাইয়িদ সাহেবরে হাতে বায়আত করে হিদায়াত প্রাপ্ত হয়। বহু খ্যাতনামা পীর ছাহেবও তাঁর হাতে বায়আত করেন।

মির্জাপুর

এলাহাবাদ থেকে বিদায় নিয়ে সাইয়িদ আহমদ (রঃ) মির্জাপুর পৌছেন। মির্জাপুরের শেখ আব্দুল লতিফ কাফেলাকে দাওয়াত করে নিজ বাড়িতে নিয়ে যান এবং সপ্তাহকাল মেহমানদারী করেন।

বানারস থেকে গাজীপুর যাওয়ার পথে পুনরায় নৌকা ভাড়া করতে হয় ১০ মুহররম সূর্যাস্তের পূর্বে জমানিয়া নামক স্থানে পৌছেন। স্থানীয় লোকেরা খবর দিল পাশের জঙ্গলে এক মজযুব থাকেন, কেউ তার কাছে গেলে তার প্রতি ঢিল নিক্ষেপ করেন। এই সংবাদ পেয়ে সাইয়িদ সাহেব তার ভাতিজা আব্দুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে মজযুবের কাছে যান। সাইয়িদ সাহেবকে দেখে মজযুব সুললীত কণ্ঠে আনন্দচিত্তে হাফিযের অনেক গযল পাঠ করেন। তারপর প্রশ্ন করেন কোন কোন স্থানে যাবেন? সাইয়িদ সাহেব উত্তরে বললেন, হজ্জ করার ইরাদা। মজযুব পূনরায় জিজ্ঞেস করেন, বায়তুল মুকাদ্দাস, বাগদাদ, নজফ, কারবালায়? সাইয়িদ সাহেব উত্তরে

বলেন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে হজ্জের পর সেই কাজে লেগে যাওয়ার ইচ্ছা।

এভাবে সাইয়িদ আহমদ (রঃ) কতক্ষণ মজযুব দরবেশের সাথে আলাপ করে ফিরে এসে বললেন, মজযুব খুব ভাল লোক। মির্জাপুর অবস্থানকালে বহুলোক সাইয়িদ সাহেবের হাতে বায়আত করে হিদায়াত প্রাপ্ত হন।

বানারস

বানারসে সাইয়িদ সাহেবের বহু মুরীদ ছিলেন। এক মাস পর্যন্ত তাহারা সাইয়িদ সাহেবের কাফেলার মেহমানদারী করেন। কুরবানী ঈদের পর সাইয়িদ সাহেব বানারস ত্যাগ করেন। তারপর জন্মানিয়া ও গাজীপুর হয়ে দানাপুর পৌছেন।

দানাপুর

দানাপুরবাসীরা সাইয়িদ সাহেবকে দাওয়াত করার জন্য বানারস পর্যন্ত পাঠিয়ে ছিলেন। দানাপুর পৌছে সাইয়িদ আহমদ (রঃ) এক সপ্তাহকাল অবস্থান করেন। দানাপুরে বিভিন্ন ওয়ায মাহফিলের আয়োজন করা হয়। হাজার হাজার লোক সত্য পথে ফিরে আসে।

আজিমাবাদ

দানাপুর এক সপ্তাহ অবস্থানের পর সাইয়িদ আহমদ (রঃ) হজ্জ যাত্রীদের নিয়ে মাওলানা বেলায়েত আলী সাহেবের বাসভূমি আজিমাবাদে পৌছেন। আজিমাবাদে হাজার হাজার লোক সাইয়িদ সাহেবের হাতে বায়আত করে হিদায়াত প্রাপ্ত হয়। এখানে দু'সপ্তাহকাল অবস্থান করেন।

মুন্সী আমিন উদ্দীনের আবেদন

কলকাতার নিকটে একস্থানে দুপুরের খানার জন্য নৌকাগুলো ভিড়ানো হল। তখন কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ ও নেতৃস্থানীয় উকিল মুন্সী আমিন উদ্দীন শহরের বহু গণ্যমান্য মানুষ নিয়ে সাইয়িদ সাহেবকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করতে এগিয়ে আসেন। তিনি সাইয়িদ সাহেবের খিদমতে নিবেদন করেন যে, সাইয়িদ সাহেব যতদিন কলকাতায় অবস্থান করবেন ততদিন তার গরীবালয়ে কাফেলাসহ অবস্থান করবেন এবং খাদ্য গ্রহণ করবেন। সাইয়িদ সাহেব তার আবেদন মনজুর করলেন। তারপর অনেক নেতৃস্থানীয় মুসলমান উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ ঘরে সাইয়িদ সাহেবকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব পেশ করেন। যেহেতু সাইয়িদ সাহেব সর্বপ্রথম মুন্সী সাহেবের অনুরোধ গ্রহণ করেছিলেন সেহেতু অন্যকোন বাড়িতে না গিয়ে মুন্সী সাহেবের বাড়িতে অবস্থান করবেন বলেই সিদ্ধান্ত নিলেন।

মাগরিবের নামাযের পর সাইয়িদ সাহেব পাল্কিতে আরোহন করে মুন্সী সাহেবের বাড়িতে তাশরীফ নেন। মুন্সী সাহেব বিভিন্ন ধরনের সওয়ারী প্রেরণ করে অর্ধরাত পর্যন্ত কাফেলার সকলকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসেন।

মুন্সী সাহেবের মেহমানদারী

একটি সুন্দর উদ্যানে কাফেলার জন্য ছাউনী স্থাপন করা হল। রাত্রে উত্তম সুস্বাদু খাদ্য পরিবেশন করা হল।

ভোরে মুন্সী সাহেবের পক্ষ থেকে কাফেলার প্রত্যেককে একেক জোড়া জুতা খরিদ করে দেওয়া হল। যাদের কাপড় ছিলনা তাদের কাপড় প্রদান করা হল।

মুন্সী সাহেব অনুপস্থিত

মুন্সী সাহেবের পক্ষ থেকে মেহমানদারীর এত আয়োজন, অথচ মুন্সী সাহেব অনুপস্থিত। এমনিভাবে প্রায় এক মাস সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। এদিকে বায়আতকারীদের ভিড় ও নানাবিধ ব্যস্ততার মধ্যে সাইয়িদ সাহেব অবসর পাননি যে মুন্সী সাহেবের বিষয় জিজ্ঞাসা করবেন।

একদিন রাত্রে মৌলভী ওয়াহীদ উদ্দীন সাহেব মুন্সী সাহেবের অবস্থা জানার উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মুন্সী সাহেব তাকে সাদরে আপ্যায়িত করলেন। ওয়াহীদ উদ্দীন সাহেব দেখলেন, মুন্সী সাহেবের ঘরখানা নানা অবৈধ আসবাবপত্রে ভর্তি।

নানাধরণের ফটো, শরাবের পাত্র, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি। মৌলভী সাহেব নিষিদ্ধ আসবাবপত্র ও ফটোর অনিশ্চতা ও এসব দ্রব্যের অসারতা সর্ম্পকে এক মনোজ্ঞ বক্তব্য পেশ করলেন। তার কথাগুলি এমন ফলপ্রসূ হল যে, মুন্সী সাহেব তৎক্ষণাৎ শরাবের পাত্র গুলি নিক্ষেপ করলেন এবং স্বর্ণপাত্রগুলি বিগলিত করার নির্দেশ দিলেন। তারপর মৌলভী সাহেব মুন্সী সাহেবকে সাইয়িদ সাহেবের সামনে উপস্থিত না হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। মুন্সী সাহেব নিবেদন করলেন "আমার ব্যাপারটি আপনার সামনে খুলে বলতে আমি লজ্জাবোধ করছি"। উপস্থিত তার এক বন্ধুকে দেখিয়ে বললেন, আমার ঐ বন্ধুটি আপনার নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করবে। মৌলভী সাহেব বন্ধুটিকে অন্যকোন নির্জন জায়গায় সরিয়ে নিয়ে ব্যাপারটি জানতে চাইলেন।

বন্ধুটি বললেন যে, "এ শহরে এক ধনবতী সুন্দরী বেশ্যা রমনী বাস করে। অনেক ধনী ব্যক্তি তার প্রতি আকৃষ্ট। বিশেষ করে মুন্সী সাহেব তার প্রেমে বিভোর। মুন্সী সাহেব তাকে শাদী করতে উন্মাদ। কিন্তু সে সম্মত নয়। সে সপ্তাহে একবার এখানে আসে। ফলে মুন্সী সাহেব ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন। এমতাবস্থায় তিনি যদি সাইয়িদ সাহেবের খিদমতে উপস্থিত হন তবে তাওবাহ ও বায়আত করতে হবে। যার ফলে তার প্রিয়াকে হারিয়ে পাগল

হয়ে যাবেন। মৌলভী ওয়াহীদ উদ্দীন সাহেব ঘটনা শ্রবন করে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং সাইয়িদ সাহেবের খিদমতে সবিস্তারে সবকিছু বর্ণনা করলেন। সাইয়িদ সাহেব তখন বললেন তুমি গিয়ে বল, যদি তিনি খালিস তাওবা করেন তবে আল্লাহ তাআলা তাকে ওয়াদার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। পরদিন মৌলভী ওয়াহীদ উদ্দীন সাহেব মুন্সী সাহেবের ঘরে উপস্থিত হয়ে সাইয়িদ সাহেবের বাণী তাকে শুনালেন। ঘটনাক্রমে ঐ দিনটি ছিল সে পতিতা আগমনের দিন এবং সে এসে উপস্থিত হল। মুন্সী সাহেব কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেলেন। মৌলভী সাহেবের সামনে বসে কুশলাদী জিজ্ঞেস করে মেয়েটি তাকে প্রশ্ন করলেন, কোথা হতে তাশরীফ এনেছেন? মৌলভী সাহেব উত্তরে বললেন, "আমি সাইয়িদ সাহেবের কাফেলার একজন"। ঐ সময় সাইয়িদ সাহেবের ইলহাম হওয়ায় তিনি সার্বিক অবস্থা সর্ম্পকে অবগত হন। তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গী-সাথী নিয়ে মুন্সী সাহেবের বাড়ির দিকে রওয়ানা হন। সাইয়িদ সাহেবের আগমন সংবাদ পেয়ে মুন্সী সাহেব মেয়ে লোকটিকে পাশের একটি কামরায় আবদ্ধ করে রাখেন। অতঃপর এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে সাইয়িদ সাহেবকে নিয়ে আসেন।

সাইয়িদ সাহেব ঘরে প্রবেশ করে যে কামরায় মেয়েলোকটি আবদ্ধ ছিল সে কামরার দরজার ঠিক সামনে আসন গ্রহণ করলেন। মুন্সী সাহেব অবনত মস্তকে বসে রইলেন।

সাইয়িদ সাহেবের ওয়ায ও প্রতিক্রিয়া

মাওলানা ওয়াহীদ উদ্দীন সাইয়িদ সাহেবের নিকট নিবেদন করলেন যে, "আজ রুগ্ন ব্যক্তি অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সামনে উপস্থিত। এখন চিকিৎসকের শুভ দৃষ্টির প্রয়োজন।

সাইয়িদ সাহেব তখন আহসানুল খালিকীন অর্থাৎ চিরসুন্দর আল্লাহ তাআলার গুণাবলী বর্ণনা আরম্ভ করলেন। তারপর আল্লাহ তাআলার কোন নিয়ামতের কিভাবে শুকরিয়া আদায় করতে হয় তা ব্যাখ্যা করলেন। দৈহিক

সৌন্দর্যের, ধন দৌলতের কিভাবে শুকরিয়া আদায় করতে হয় তাও উপস্থাপনা করলেন। তারপর মৃত্যু, কবর, হাশর ইত্যাদির ভয়াবহতা এমনভাবে বর্ণনা করলেন উপস্থিত লোকেরা বেহুশ হয়ে গেলেন। কামরার অভ্যন্তর থেকে ওয়ায শুনে মেয়েলোকটি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। সে পাগলিনীরমত দরজা খুলে ছুটে এসে সাইয়িদ সাহেবের সামনে উপস্থিত হয়ে তাওবাহ ও বায়আত করল। তারপর মুন্সী সাহেবও বায়আত করলেন।

মেয়েলোকটি সাইয়িদ সাহেবকে উকিল নিয়োগ করে বললো "হুজুর যে কোন নগন্য বা উচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তির সাথে আমাকে শাদী দিতে পারেন। তখন সাইয়িদ সাহেব ঐ মাহফিলেই মুন্সী সাহেবের সাথে তাঁর শাদী দিলেন। শাদীর পর তিনি খোদাভীরু ও পরহেযগার হিসাবে সারা জীবন অতিবাহিত করেন।

প্রকৃতিবাদী নাস্তিক আব্দুর রহীম কলকাতা থেকে পালিয়ে গেল

আব্দুর রহীম নামে শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী (রঃ)-এর এক ছাত্র ছিল। সে ছিল প্রখর মেধাবী ছাত্র। শাহ সাহেবকে অনেক সময় নানা অবাঞ্ছিত ও বক্র সাওয়াল করে বসত। শাহ সাহেব মাঝে মধ্যে তাঁর উক্তি ও প্রশ্ন শুনে বলতেন লোকটি হয়তো প্রকৃতিবাদী নাস্তিক হয়ে যাবে। অবশেষে তাই হল।

সে কলকাতায় অবস্থান করত। সে বলতো একমাত্র সূর্যই সব কিছুর মূল। যদি ইবাদত করতে হয় তবে একমাত্র সূর্যেরই করতে হবে। কলকাতার আলিমগণকে মক্তবের ছাত্র বলে জ্ঞান করত। তাঁর দৃষ্টিতে সারা ভারতে তাঁর সমতূল্য কোন বিজ্ঞ আলিম ছিলনা। সকাল-সন্ধ্যা সে সূর্যকে সালাম করত। শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের সহপাঠী ছিল সে। তাই শাহ ইসমাঈল তাকে সাইয়িদ সাহেবের খিদমতে উপস্থিত করার আপ্রাণ চেষ্টা

করলেন। কিন্তু আত্ম দাম্ভিকতা তাকে সাইয়িদ আহমদ (রঃ)-এর সাহচর্য থেকে বঞ্চিত করে রাখল। সে কলকাতা থেকে পালিয়ে গেল। জাফর থানেশ্বরী (রঃ) বলেন আমার জানামতে সে কুকুরের মত লাঞ্ছিত অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে।

গুজারিশ ঃ পাঠক ও লেখক আমাদের উভয়ের চিন্তা ভাবনা করা উচিত। যুগের শ্রেষ্ঠ ওলী ও আলিম হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দীসে দেহলবী (রঃ)-এর নিকট বিদ্যা শিক্ষা করেও যখন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি নাস্তিক ও প্রকৃতিবাদী হয়ে গেল, তখন যে কোন মুহুর্তে আমাদের অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে পারে। ভাল মানুষের সাহচর্য অবলম্বন করা উচিত এবং সব সময় আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করা উচিত।

গোলাম হোসেনের পরিণতি

গোলাম হোসেন কলকাতার একজন বিত্তশালী লোক ছিলেন। তাঁর নিকট নব্বই লাখ টাকা নগদ মওজুদ ছিল। দিবারাত্রি সে একটি নেশায়ই মশগুল থাকত যে, কি ভাবে আরো একলাখ টাকা নগদ জমা করে কোটিপতি হবে। সে ছিল ব্যভিচারী ও শরাবী। সাইয়িদ সাহেবকে পরম শত্রু মনে করত সে। তিনি মদ,অন্যায় কর্ম ও নৃত্যগীতি নিষেধ করতেন। সে বলতো সাইয়িদ সাহেব যত বেশি এসকল কর্ম নিষেধ করেন তত বেশি আমার অন্তরের আকর্ষণ এসকল কর্মের প্রতি বেড়ে যায়। সাইয়িদ সাহেব এ ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন কিন্তু তার সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি।

একদিন আসরের নামায শেষ করে সাইয়িদ সাহেব ময়দানে পায়চারি করছিলেন। হঠাৎ মাথার টুপি খুলে বললেন, "আল্লাহর গযব গোলাম হোসেন দালালের উপর নাযিল হয়ে গেল"। পরে জানা গেল যে গোলাম হোসেন পাগল হয়ে গেছে। সে প্রায় সময়ই পাগল অবস্থায় অতিবাহিত করত। মাঝেমধ্যে হুশ ফিরে আসলে সে বলতো, সাইয়িদ সাহেবকে নিয়ে আস অথবা আমাকে সাইয়িদ সাহেবের নিকট নিয়ে যাও। লোকেরা তখন

তাকে সাইয়িদ সাহেবের নিকট নিয়ে গেলে কিছুক্ষণ সে আরাম অনুভব করত। সাইয়িদ সাহেবের নিকট থেকে চলে গেলে আবার পাগল হয়ে যেত। এমতাবস্থায় সে তার পার্থিব ধন সম্পদ ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করে। কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো না।

গুজারিশ ঃ আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ করার নেশায় মশগুল অনেক ব্যক্তি পথিমধ্যে আযরাঈল (আঃ)-এর সাক্ষাত লাভ করেন। সম্পদ আহরনের নেশাটা অসীম অথচ মানুষের জীবন সসীম। মৃত্যু কোন সময় আসে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

এক মদ্যপায়ীর তাওবাহ

এক সম্পদশালী মুসলমান শরাবের প্রতি এত অধিক আকৃষ্ট ছিল যে, দিনরাত সে শরাব পান করত। সাইয়িদ সাহেবের খিদমতে উপস্থিত হয়ে একদিন বলল, "আমি আপনার নিকট তাওবাহ করে সব নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করব। তবে আমাকে শরাব পানের অনুমতি প্রদান করতে হবে। কেননা শরাব ছাড়া আমার পক্ষে বাঁচাই মুশকিল। সাইয়িদ সাহেব বললেন, তাই হোক। শুধু আমার সামনে শরাব পান না করলেই হয়। সাইয়িদ সাহেবের কথা শুনে ঐ ব্যক্তি আনন্দ চিত্তে তাওবাহ ও বায়আত করে ঘরে প্রত্যাবর্তন করেন। ঘরে পৌছে যখন শরাবের নেশা অনুভব করল তখন খাদিমকে ডেকে বললেন, শরাবের পেয়ালাটা নিয়ে আয়। খাদিম নির্দেশ মত শরাবের পেয়ালা পূর্ণ করে সামনে রাখলো। লোকটি শরাবের পেয়ালা হাতে নিয়ে চুমুক দিবে এমন সময় দেখলেন দাঁতে অঙ্গুলী চেপে সাইয়িদ আহমদ (রঃ) দাঁড়িয়ে আছেন তার সামনে। তখনই তিনি দাঁড়ালেন এবং শরাব পান না করার প্রতিজ্ঞা করে পেয়ালা ফেলে দিলেন। তারপর দেখলেন, সাইয়িদ সাহেব ওখানে নাই। মনে মনে ভাবলেন হয়তো তাঁর চোখে ধাঁ ধাঁ লেগেছে। সাইয়িদ সাহেব তো ওখানে আসেননি।

তারপর আবার খাদিমকে ডেকে বললেন, এক পেয়ালা শরাব নিয়ে আয়। খাদিম নির্দেশমত এক পেয়ালা শরাব নিয়ে আসে। এবারে শরাবের

পেয়ালায় চুমুক দিতে উদ্যত হওয়া মাত্র দেখলেন, সাইয়িদ সাহেব পূর্বেরমত দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পেয়ালাটি ফেলে দিলেন। সাইয়িদ সাহেবকে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু সাইয়িদ সাহেব লা পাত্তা। অতপর একটি কামরায় এসে তিনি সব দরজা-জানালা বন্ধ করে শরাব তলব করেন। কিন্তু পেয়ালা হাতে তুলতেই দেখলেন, সাইয়িদ সাহেব পূর্বের মত দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি পেয়ালাটা ফেলে দিয়ে সাইয়িদ সাহেবকে ডাকতে ডাকতে অগ্রসর হলেন। কিন্তু সাইয়িদ সাহেব অদৃশ্য হয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত পায়খানায় প্রবেশ করে শরাব পানের চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেখান থেকেও দেখলেন যে সাইয়িদ সাহেব পূর্বের মত দাঁড়িয়ে আছেন। অতপর লোকটি শরাব পান ত্যাগ করে তাওবাহ করেন।

সূরা ফাতিহার তাফসীর

সাইয়িদ আহমদ (রঃ) রূহানী উন্নতি লাভ করলে শাহ আব্দুল আযীয (রঃ) স্বীয় মুরীদগণকে বলে দিয়েছিলেন, "এখন যা কিছু হবার সাইয়িদ সাহেবের দ্বারাই হবে"। ফলে শাহ আব্দুল আযীয (রঃ)-এর মুরীদগণের মধ্যে বহু বিশিষ্ট উলামায়ে কিরাম সাইয়িদ সাহেবের সঙ্গী হন। তন্মধ্যে একজন বিশিষ্ট আলিম ছিলেন সাইয়িদ নেছার আলী। তিনি সাইয়িদ সাহেবের সাহচর্য অবলম্বন করেন এবং কলকাতায় সাইয়িদ সাহেবের সঙ্গে ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, তখন কলকাতায় তিনজন স্বনামধন্য বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। একজনের নাম মৌলভী রশিদ, যিনি "হেদায়া" কিতাব ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। ২য় জনের নাম মৌলভী মোয়াজ্জম হোসেন। ৩য় জনের নাম বর্ণনাকারী উল্লেখ করেননি। বর্ণনাকারী বলেন, কোন এক সময়ে সাইয়িদ সাহেবের নিকট কেবলমাত্র আমি উপস্থিত ছিলাম অন্য কেহ ছিলনা। এমন সময় বর্ণিত তিন আলিম সাইয়িদ সাহেবের খিদমতে উপস্থিত হয়ে সাইয়িদ সাহেবের বিদ্যা পরখ করার উদ্দেশ্যে সুরা ফাতিহার তাফসীর জিজ্ঞাসা করেন। তখন সাইয়িদ সাহেব সূরা ফাতিহার তাফসীর এমন সুষ্ঠুভাবে বর্ণনা করলেন যে, উপরোক্ত তিন জন আলিম তা শ্রবণ করে বিস্মিত হন। তাঁরা তৎক্ষণাৎ সাইয়িদ সাহেবের হাতে বায়আত করেন।

হিন্দু শেঠের ইসলাম গ্রহণ

জাফর থানেশ্বরী (রঃ) তৎপ্রণিত হায়াতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ গ্রন্থে লিখেছেন- মখজনে আহমদী প্রণেতা নবাব অজিরুদ্দৌলা উভয়েই নিম্ন লিখিত ঘটনা নিজ নিজ পুস্তকে উল্লেখ করেছেন।

ঘটনাটি এই ঃ বাংলাদেশের সিলেট শহরে বিরাট ঐশ্বর্যশালী এক হিন্দু বসবাস করতেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন আকাশ থেকে একটি সিড়ি নেমে এসেছে। সিড়ি বেয়ে তিনি প্রথম আসমানে উপস্থিত হয়ে দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে দেখলেন উত্তম পোষাক পরে সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট একজন লোক আসনে উপবিষ্ট। তাকে সালাম করে জিজ্ঞেস করলেন আপনার সম্মানিত নাম কি? তিনি উত্তর দিলেন আমি বনি আদমের পিতা "আদম"। স্বপ্ন দর্শনকারী ব্যক্তি বলেন আমি বাম পাশে একটি দরজা দেখলাম যে দরজার অভ্যন্তরে কান্নাকাটির চিৎকার শুনলাম। দরজা দিয়ে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করে দেখলাম অভ্যন্তর ভাগে আগুনের লেলীহান শিখা ও মেঘমালার মত ধোঁয়া স্থানটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মানুষের কান্না কাটির ও আর্তনাদের রোল উঠেছে। অভ্যন্তরভাগে বিকট দুর্গন্ধ যাহা অসহনীয়। অবস্থা দর্শনে আমি সজ্ঞাহীন হয়ে পড়লাম।

আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন আমাকে ডান পার্শ্বের দরজার নিকটে নিয়ে যান। নির্দেশ মোতাবেক তিনি আমাকে ডান পার্শ্বের দরজার সম্মুখে নিয়ে গেলেন। উক্ত দরজা দিয়ে প্রবাহিত সুগন্ধি বাতাসের প্রভাবে আমি আবার চাঙ্গাঁ হয়ে উঠলাম। চেয়ে দেখলাম অভ্যন্তরভাগে রয়েছে লাল জওহর মুতি নির্মিত দালান সমূহ। ফলে ফুলে সুশোভিত সবুজবৃক্ষরাজী। স্বচ্ছ জলের নানাবিধ পশ্রবন প্রবাহিত। আমি আনন্দচিত্তে কুর্সীতে উপবিষ্ট ব্যক্তির নিকট গিয়ে উভয় স্থান সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ডান দিকে একত্ত্ববাদী মুমিনদের অবস্থান স্থল এবং বাম দিকে যারা আল্লাহর ইবাদত ত্যাগ করে মুর্তি পূজা করে সে সকল কাফির ও মুশরিকদের কয়েদখানা। তুমি তাদের দলভুক্ত। যদি কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণকর তবে তোমার ঠিকানাও দুযখে হবে যে দুযখ

তুমি স্বচক্ষে অবলোকন করলে। যেহেতু এখনও তোমার মৃত্যুর সময় আসেনি তাই ইচ্ছা করলে মৃত্যুর পূর্বে মুর্তি পূজা ত্যাগ করে তাওবাহ করে সে বেহেশতটিকে তোমার ঠিকানা করে নিতে পার যাহা তুমি স্বচক্ষে অবলোকন করলে। উভয় স্থানের ব্যাখ্যা প্রদানের পর কুর্সিতে উপবিষ্ট ব্যক্তি (আদম আঃ) বললেন আল্লাহর তরফ থেকে একজন হিদায়াত প্রদানকারী যিনি বর্তমানে হজ্জের পথে কলিকাতায় অবস্থান করছেন। কিছুদিনের মধ্যে সে স্থান ত্যাগ করে হজ্জে চলে যাবেন। তুমি তার নিকট পৌছে তাওবাহ করে ইসলাম গ্রহণ কর।

উক্ত হিন্দু শেঠ স্বপ্ন ভঙ্গের পর মেইল গাড়ীতে আরোহন করে সিলেট থেকে কলিকাতায় পৌছে সাইয়িদ সাহেবের নিকট উপস্থিত হন। সাইয়িদ সাহেব তার সমস্ত ঘটনা ও স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবন করে তাকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। সাইয়িদ আহমদ সাহেব হিন্দু শেঠকে খত্না দেয়ার ব্যবস্থা করেন। সুস্থ হয়ে বায়আত করে ঐ ব্যক্তি তার বাড়ীতে ফিরে আসেন।

কলিকাতায় বায়আত গ্রহণ ঃ কলিকাতায় তিন মাস সময় সাইয়িদ আহমদ (রঃ) অবস্থান করেন। সেখানে বায়আত করার জন্য এত বেশী লোকের ভীড় জমে যে পাঁচশত থেকে হাজার পর্যন্ত লোককে একস্থানে সমবেত করে সাত আটটি পাগড়ী ছড়িয়ে দিয়ে বলতেন যেন বায়আতকারীগণ যে কোন পাগড়ীর কিনার ধরে। অতঃপর বায়আতের বাক্যগুলি উচ্চ কণ্ঠে বলতেন। এভাবে সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত অব্যাহত ধারায় বায়আত চলত।

শরাবের দোকানগুলি বন্ধ হয়ে গেল

কলকাতায় শরাব বিক্রয়ের দোকান গুলোতে আকস্মিকভাবে শরাব বেচা-কেনা বন্ধ হয়ে যায়। দোকানদাররা ইংরেজ সরকারের নিকট অভিযোগ পেশ করে যে, আমরা বিনা কারণে সরকারী ট্যাক্স যুগিয়ে যাচ্ছি। কেননা একজন বুযুর্গের বিরাট কাফেলাসহ এই শহরের বুকে পদার্পনের ফলে আমাদের দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। শহর ও গ্রাম অঞ্চলের সকল মুসলমান তাঁর নিকট মুরীদ হয়েছে এবং তাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে।

তারা সকল প্রকার নেশা জাতীয় মাদকদ্রব্য থেকে তাওবাহ করেছে। এখন কেউ আর আমাদের দোকানের কুলও ঘেসে না।

অতএব, সরকারী হুকুমনামা বের হলো যে, যতদিন পর্যন্ত সাইয়িদ সাহেব এবং তার দলবল কলকাতায় অবস্থান করবেন ততদিন পর্যন্ত সরকারী ট্যাক্স দেওয়া লাগবে না। তাঁর বিদায় নেওয়ার পর যদি সাবেক অবস্থার পূর্ণবহাল হয় এবং শরাবের ক্রয়-বিক্রয় স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে তবে কর পুনরায় ধার্য করা হবে।

নওমুসলীমদের খত্না

ইসলামে নব দীক্ষিত লোকের সংখ্যা এত বেশি বৃদ্ধি পায় যে তাদের খত্না করার পর যে বিরাট ঘরে তারা অবস্থান করত সেখানে সুশ্রুষার জন্য দশ, পনের জন লোকের সব সময় প্রয়োজন হত।

হাজার হাজার মুসলমান এমনও ছিল যাদের ঘরে বিবাহ ছাড়া অবৈধ ভাবে অনেক মেয়েলোক ছিল। এমনও অনেক মুসলমান ছিল যারা বাল্য বয়সে খত্না দেয় নাই। যারা বায়আত করতেন তাদেরকে বিবাহ ও খত্না সর্ম্পকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হত। যারা খত্না দেয় নাই তাদের খত্না দেয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং অবৈধভাবে আশ্রিত মেয়েদের সাথে ইসলামী বিধান মত বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়।

হান্টারের উক্তি

বৃটিশ শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মুসলীম শক্তিকে কিভাবে নিস্তেজ ও নির্মুল করা যায় এ বিষয়ে গবেষণাকারীগণের মধ্যে হান্টারের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

যিনি সাইয়িদ আহমদ (রঃ) কে অন্যায়ভাবে ওয়াহাবী বলে আখ্যায়িত করে ভারতীয় মুসলমানদের সরলমন বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করেছেন এবং সাইয়িদ আহমদ (রঃ) কে দস্যু ও শহীদ তিতুমীরকে গুন্ডা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার প্রণীত "দি ইন্ডিয়ান মুসলমান" পুস্তক থেকে (তার অভদ্র ভাষায়) প্রয়োজনীয় কিছু উক্তি পেশ করলাম।

হান্টারের উক্তি ঃ পাঞ্জাব সীমান্তে বিদ্রোহী শিবিরের গোড়াপত্তন করে সাইয়িদ আহমদ। অর্ধ শতাব্দী আগে আমরা পিন্ডারী শক্তিকে নির্মূল করার ফলে যে কয়েকজন তেজস্বী পুরুষ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে ছিল সাইয়িদ আহমদ তাদের মধ্যে অন্যতম..........।

দস্যু বৃত্তি ত্যাগ করে ১৮১৬ খৃস্টাব্দ নাগাত সে দিল্লিতে চলে যায় মুসলমানী আইনের একজন সুবিখ্যাত পন্ডিত ব্যক্তির নিকট পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য। তিন বৎসর সেখানে শিক্ষানবিশীর পর সে নিজেই একজন প্রচারক হিসাবে কাজ শুরু করে।

১৮২০ খৃষ্ঠাব্দে ধর্মীয় নেতা ধীরে ধীরে দক্ষিণ অভিমূখে অগ্রসর হতে থাকে। আধ্যাত্মিক মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ শিষ্যরা এই ভ্রমনকালে তার সেবা যত্ন করতে থাকে।

সম্ভ্রান্ত এবং বিদ্বান লোকেরা পর্যন্ত সাধারণ ভৃত্যের মত নগ্ন পদে তার পালকীর পাশে পাশে দৌড়ে অগ্রসর হয়। পাঠনার দীর্ঘ যাত্রা বিরতিকালে তাঁর অনুগামীর সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, তাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য রীতিমত একটা সরকার গঠনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যাত্রা পথে অবস্থিত বড় বড় শহরে ব্যবসায়ীদের মুনাফার উপর কর আদায়ের জন্য সে প্রতিনিধি নিয়োগ

করে কাফেলার আগে তাদের পাঠিয়ে দেয়। তদুপরি সে মুসলমান সম্রাটদের মত প্রাদেশিক গর্ভনর নিয়োগ করে। এভাবে পাঠনায় একটি স্থায়ী আস্তানা স্থাপনের পর সে কলকাতা অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। গঙ্গাঁর গতি পথ অনুসরণ করে অগ্রসর হওয়ার সময় সে বহু লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে এবং পথিপার্শ্বের সমস্ত বড় বড় শহরে তার প্রতিনিধি নিয়োগ করে। কলকাতায় এত অধিক সংখ্যক লোক তার কাছে সমবেত হয় যে, প্রত্যেকের সংগে আলাদাভাবে মুসাফাহা করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে মাথার পাগড়ী খুলে লম্বাভাবে ছড়িয়ে দিয়ে সে ঘোষণা করে যে, পাগড়ীর যে কোন অংশ স্পর্শ করলেই সে ব্যক্তি তার শিষ্যত্ব লাভ করবে। ১৮২২ খৃস্টাব্দে সে হজ্জ করতে মক্কা গমন করে। এইভাবে হজ্জের পবিত্র আবরণে সে তার প্রাক্তন দস্যু চরিত্রকে স্বম্পূর্ণ রূপে আচ্ছাদিত করে পরবর্তী বৎসর অক্টোবর মাসে বোম্বাই হয়ে ফিরে আসে। বোম্বাই শহরেও ধর্ম প্রচারক হিসাবে সে কলকাতার মত বিরাট সাফল্য অর্জন করে। ('দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' পৃষ্ঠা-৫)

কলিকাতায় অবস্থান

পূর্ণ তিন মাসকাল সাইয়িদ সাহেব কলিকাতায় অবস্থান করেন। হজ্জের উদ্দেশ্যে এগারটি জাহাজ ভাড়া করেন। প্রত্যেক জাহাজে একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। দরিয়া বাক্কা জাহাজের নাবিক ছিলেন হাদারামাউত নিবাসী সাইয়িদ আব্দুর রহমান। জাহাজের সর্বাধিনায়ক ছিলেন সুরত নিবাসী শেখ দাউদ। উক্ত জাহাজে সাইয়িদ আহমদ (রঃ)-এর নিকট সম্পর্কিত লোক সহ আরোহণ করেন।

জাহাজে মীলাদ শরীফ

জাহাজ সমুদ্রে পৌঁছলে অস্বাভাবিক উত্তাল তরঙ্গ মালায় দুলতে লাগল। সাইয়িদ আহমদ (রঃ) সকলকে এক স্থানে সমবেত করে নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ আরম্ভ করলেন। সকলে "আমীন" বলতে লাগলেন। দু'আর ফলে সকলে এমনি আবিভূত হলেন যে, দু'আ গ্রহণযোগ্য বলে অন্তরে সাড়া পেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে জাহাজের অনুকূলে বাতাস প্রবাহিত হতে আরম্ভ করল। উত্তাল তরঙ্গ মালা শান্ত ভাব ধারণ করল। জাহাজ অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল। রাত্রিকালে শ্রীলংকার নিকট জাহাজ পৌঁছলে সাইয়িদ সাহেব সমস্ত রাত্রি পাহারাদারের মত কখনো উপরে কখনো নিচে আনাগোনা করতে লাগলেন। তাহার কারণ সম্পর্কে পরে তিনি বলেন (ইফরিত) ভয়ংকর দৈত্য ও শয়তানের দল আমাদের ছোট্ট কাফেলার উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের লাঞ্ছিত করে ফিরিয়ে দেন। প্রভাতে জাহাজ বিপদজনক ঘাটি অতিক্রম করল। জাহাজের নাবিক শিরনির আয়োজন করলেন। সাইয়িদ আহমদ (রঃ) মীলাদ মহফিলের আয়োজন করলেন। মীলাদ শরীফে আরবী কাছিদা আবৃত্তি করা হল। অতঃপর শিরণী বিতরণ করা হল।

প্রাসঙ্গিক কিছু কথাঃ সাইয়িদ আহমদ (রঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাচ্ছা আশিক ছিলেন। তিনি বালাকুট প্রান্তরে শাহাদত বরণ পর্যন্ত বারে বারে রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার স্বপ্নযোগে লাভ করেছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনায় সদা-সর্বদা পঞ্চমুখ থাকতেন। দুরূদ ও সালাম পাঠ করতেন এবং মীলাদ শরীফ পড়তেন। সাইয়িদ আহমদ (রঃ)-এর অন্যতম খলীফা মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ) স্বীয় মুরীদগণকে মীলাদ পাঠে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে 'আল-মুলাখখাস' কিতাব প্রণয়ন করেন।

উক্ত কিতাবে মীলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে সুদৃঢ় দালিলীক প্রমাণ পেশ করেছেন। সৌদি হুকুমতের পূর্বে যারা হারামাইন শরীফাইনের ইমাম ছিলেন তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট ইমামগণ মীলাদ শরীফের স্বপক্ষে ফতওয়া দিয়েছেন তাহাও উদ্ধৃত করেছেন।

কুদরতী মিষ্ট পানিঃ সমুদ্র পথে কোন এক স্থানে পৌঁছলে জাহাজের নাবিক সংবাদ দেন যে মিষ্টি পানি শেষ হয়ে গেছে। সাইয়িদ আহমদ (রঃ) তৎক্ষনাৎ আল্লাহ তাআলার দরবারে দু'আ আরম্ভ করলেন। দু'আরত অবস্থায় তার নিকট ইলহাম হয় যে, এখানকার লোনা পানি মিষ্টি পানিতে রূপান্তরিত করে দেয়া হয়েছে। যতটুকু প্রয়োজন উঠিয়ে নাও। উক্ত শুভ সংবাদ শুনামাত্র জাহাজ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন অনুযায়ী পানি সংগ্রহ করেন। সেই পানি ছিল মিষ্ট ও সুস্বাদু।

গায়বী সাহায্যঃ এডেন বন্দরে পৌঁছলে সাইয়িদ আহমদ (রঃ) কয়েকজন সঙ্গীসহ জাহাজ থেকে অবতরণ করে নৌকায় আরোহন করেন। সমুদ্র তীরে পৌঁছে অবগত হন যে, বন্দর থেকে শহর অনেক দুরে। অত্যাধিক গরমের মধ্যে পথ অতিক্রম করা ছিল দুরহ ব্যাপার অথচ সেখানে কোন যানবাহন বা সওয়ারী ছিল না। অধিকন্তু অনেকের পায়ে জুতাও ছিল না। সওয়ারীর অনুসন্ধান নিয়ে জানতে পারলেন যে, সামনের পাহাড়ে ভাড়াটে উট পাওয়া যেতে পারে। এদিকে এত অধিক গরমে পাহাড় পর্যন্ত গিয়ে উট নিয়ে আসা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। তখন সকলেই অপারগ অবস্থায় সাইয়িদ সাহেবের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তিনি বললেন আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের নিকট প্রয়োজনীয় সব কিছু পৌঁছিয়ে দিবেন। চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। তবে প্রত্যেককে সাতবার করে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। নির্দেশ মোতাবিক সকলেই সুরা ফাতেহা পড়তে লাগলেন। সাতবার পাঠ করার পূর্বেই দেখা গেল পাহাড়ের দিক থেকে কয়েকটি উট ছুটে আসছে তারা কাফেলার নিকট এসে থামল। সোজা তারা সাইয়িদ সাহেবের নিকট পৌঁছল। তারা উট গুলিতে আরোহন করে এডেন শহরে পৌঁছলেন।

আশ্চর্যের ব্যাপার গন্তব্যস্থলে পৌছার পর দেখলেন উট চালকসহ উটগুলি গায়েব হয়ে গেল। তাদের পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য অনেক অনুসন্ধান করেও সন্ধান পাওয়া গেলনা।

পরিশেষে তারা উক্ত শহরের কাজীর নিকট পারিশ্রমিকের টাকা জমা রাখতে চাইলেন। কাজী উত্তর দিলেন আপনারা উট ও উষ্ট চালকের যে বর্ণনা দিলেন এমন কোন উট ও উষ্ট চালক এ শহরে নেই। এখন টাকা নিয়ে আমরা কার হাতে দিব, এ ছিল গায়বী সাহায্য। না হয় তোমরা ভারতীয় লোক গরমে ধ্বংস হয়ে যেতে।

সাইয়িদ ইদরুস (রঃ)-এর মাজার শরীফ যিয়ারত

এডেন পৌছে সাইয়িদ সাহেব সাইয়িদ ইদরুস (রঃ)-এর মাযার শরীফ যিয়ারত করেন। তিনদিন এডেনে অবস্থান করেন। এডেন থেকে মাখা পৌছলে জাহাজের নাবিক সাইয়িদ আব্দুর রহমান তার নিজ বাড়ীতে এক মাসকাল অবস্থান করার উদ্দেশ্যে সাইয়িদ সাহেবের নিকট ছুটি প্রার্থনা করেন। সাইয়িদ সাহেব তাকে অনুমতি প্রদান করেন। কাফেলাকে এক মাসকাল মাখায় অবস্থান করার নির্দেশ দেন। দরগাহে শাযলীর নিকট হাবিলীতে ঘরভাড়া করে অবস্থান গ্রহণ করেন।

জিদ্দার পথে

একমাস পর মাখা ত্যাগ করে জিদ্দাভিমুখে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে মাকনাবন্দরে ৪ দিন অবস্থান করেন। জাহাজ ইয়ালামলাম পৌছলে জাহাজের চালক সাইয়িদ সাহেবের খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, সমস্ত কাফেলাকে নির্দেশ দিন যেন তারা গোসল করে ইহরামের কাপড় পরিধান করেন। সাইয়িদ সাহেব সবাইকে গোসল করে ইহরামের কাপড় পরিধান করার নির্দেশ দেন। নিজেও গোসল করে ইহরামের কাপড় পরিধান করে

সকলের সামনে বসে আল্লাহ তাআলার হামদ তারপর দুরুদ ও সালামের পর দু'আ আরম্ভ করেন। দীর্ঘ সময় বিনয়ের সহিত দু'আ করতে থাকেন।

অতঃপর সিজদায় মাথা রেখে দেন। সিজদা থেকে উঠে আনন্দিত হয়ে বলেন, সঙ্গীগণ তোমরা তোমাদের লক্ষ্যে পৌছেছ। ইয়ালামলাম থেকে ৩/৪ দিন জাহাজ চলার পর তাঁরা জিদ্দায় পৌছেন।

মক্কা শরীফ

জিদ্দায় অবতরণ করে পাঁচদিন অবস্থান করেন। পাঁচদিনে তাদের সামুদ্রিক সফরের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। পঞ্চম দিনে ইশার নামাযের পর উটে আরোহণ করে মক্কা মুকাররমার দিকে রওয়ানা হন। হুদায়বিয়ায় পৌছে সকলকে নিয়ে দু'আয় মশগুল হন। ২৭শে শাবান ১২৩৭ হিজরী হরম শরীফে প্রবেশ করেন।

মাসজিদুল হারাম স্বচক্ষে অবলোকন করে কাফেলার প্রতিটি লোক এত বেশি আভিভুত হন যে কান্নায় তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। তাদের অবস্থা দেখে উপস্থিত মুআল্লিম মুতাওইফ সকলেই কাঁদতে আরম্ভ করেন। তারা মন্তব্য করেন যে, এমন বরকতময় কাফেলা কখনও দেখিনি।

আদবের সঙ্গে ভাবমত্ত হয়ে বিনয় সহকারে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ ও সাঈ করেন। কাফেলাকে নিয়ে ক্রন্দন করে বিনয়ের সাথে দু'আ করেন। সাঈ শেষ করে মস্তকের চুল অনেকে মুন্ডন করেন অনেকে কসর করেন। ওমরাহ শেষে স্বাভাবিক কাপড় পরিধান করে মাসজিদুল হারামে বসে পরস্পর মুবারকবাদ জ্ঞাপন করেন।
রামাদ্বানের চাঁদ উদিত হয়। মাসজিদে অসংখ্য বাতি প্রজ্জ্বলিত হয়। অন্ধকার রাত যেন দিনে রূপান্তরিত হয়। রামাদ্বান শরীফে সাইয়িদ সাহেব সপ্তাহে দু'বার করে ওমরাহ করেন। তারাবীহ নামাযের পর তিনি প্রায় তিন

মাইল দূরে মাসজিদে তনঈমে গিয়ে সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে মাসজিদুল হারামে আসতেন এবং ফজরের পূর্বে ওমরাহ এর তাওয়াফ ও সাঈ শেষ করে ফেলতেন। বিশ রামাদ্বান সাইয়িদ সাহেব মসজিদুল হারামে ইতিকাফে বসেন এরং ঈদের চাঁদ দেখে ঘরে আসেন। শাওয়াল ও যিলকদ দু'মাস মক্কা শরীফ অবস্থান করে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করেন।

মক্কা শরীফে বায়আত গ্রহণ

বুলগেরিয়ার একজন প্রসিদ্ধ আলিম যিনি ফার্সি ভাষা জানতেন, সাইয়িদ সাহেবের নিকট বায়আত করেন। সাইয়িদ সাহেব তাঁকে খিলাফত প্রদান করতঃ সিরাতে মুসতাকিম কিতাবের একটি অনুলিপি প্রদান করে বুলগেরিয়াবাসীর হিদায়াতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন।

মক্কা শরীফের অন্যতম উলামায়ে কিরামগণের মধ্যে নিম্নলিখিত তিনজন কাশফের দ্বারা সাইয়িদ সাহেবের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হয়ে বায়আত করেন। তাদের নাম-

১. শায়খুল উলামা আব্দুল্লাহ সিরাজের উস্তাদ মুহাম্মদ উমর যিনি মক্কার মুফতী ছিলেন এবং আব্দুর রাসূল নামে সুখ্যাত ছিলেন।

২. সাইয়িদ আকিল

৩. সাইয়িদ হামযা

উপরোল্লিখিত বুযুর্গানে কিরাম সাইয়িদ সাহেব তাওয়াফ আরম্ভ করলে তাঁরাও পেছনে পেছনে চলতেন। কোন এক রূহানী জ্ঞান বিবর্জিত আরবী লোক একদিন ঐ সব বুযুর্গানে দ্বীনকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা এত বড় আলিম লোক হওয়া সত্ত্বেও সাইয়িদ সাহেবের সঙ্গে কেন তাওয়াফ করেন? তাঁরা জবাবে প্রশ্নকারীকে বললেন, আমরা কাশফের দ্বারা অবগত হয়েছি যে সাইয়িদ সাহেবের প্রতিটি তাওয়াফ আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় (মকবূল) এবং যারা সঙ্গে তাওয়াফ করেন তাঁদের তাওয়াফও আল্লাহর দরবারে মকবূল। তাই আমরা সব সময় সাইয়িদ সাহেবের সাথে তাওয়াফ করি।

আরফার দিন সাইয়িদ সাহেবের দু'আ

আরফার দিন সাইয়িদ সাহেব জাবালে রাহমাতে দু'আ আরম্ভ করেন। উপস্থিত অনুপস্থিত সকল মুসলমানের মঙ্গল কামনা করে দু'আ করেন। রুনাজারীর মধ্যে দু'আয় অংশ গ্রহণকারীগণের অন্তরে এমনভাবের সৃষ্টি হয় যে তারা আল্লাহর দরাবের দু'আ মকবুল হওয়ার লক্ষণ অনুভব করেন।

মাদীনা মুনাওয়ারার পথে

মক্কা শরীফের শাসনকর্তা আহমদ পাশার তত্ত্বাবধানে মক্কা শরীফ থেকে একশত বিশটি উট ভাড়া করা হয়। প্রয়োজনীয় পাথেয় সংগ্রহ করে মাদীনা মুনাওয়ারার পথে সাইয়িদ সাহেব কাফেলাকে নিয়ে রওয়ানা হন।

এদিকে আরবে সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল যে ভারত থেকে একজন ধনবান সাইয়িদ সাড়ে সাতশত লোকের একটি কাফেলা নিয়ে হজ্জে এসেছেন। তাই দুর্দান্ত আরবী ডাকাতরা অনেকদিন থেকে উক্ত কাফেলাকে মাদীনা মনওয়ারার পথে লুণ্ঠন করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেছিল। এই দুঃসংবাদ পেয়ে সাইয়িদ সাহেব মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় কাফেলার লোকদের নির্দেশ দেন যেন তারা কলমতরাস (সাধারণ ছুরি) ছাড়া অন্যকিছু সঙ্গে না রাখেন। যদি ডাকাতরা হামলা করে তবে সব কিছু আল্লাহর পথে লুটিয়ে দিব। এই বলে তিনি আল্লাহর হেফাযতের উপর সম্পূর্ণ তাওয়াক্কুল করে মাদীনার পথ ধরেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনা (রাঃ)-এর মাযার যিয়ারত

মক্কা শরীফ থেকে কাফেলা রওয়ানা হয়ে প্রথম মনযিল ওয়াদিয়ে ফাতিমায় পৌছেন। সেখানে হযরত মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার মাযার। অর্ধ রাত্রে সাইয়িদ সাহেব কয়েকজন সঙ্গীসহ মাযার যিয়ারতে যান এবং যিয়ারত করেন। 'মাখযানে আহমদী' প্রণেতা বলেন- তখন আঙ্গুরের মওসুম ছিলনা। অথচ আমরা মাযারের নিকট আঙ্গুরের গুচ্ছ পেয়ে গেলাম।

দ্বিতীয় মনযিলে পৌছলে উষ্ট চালকগণ ও কাফেলার লোকদের মধ্যে বচসার ফলে মারামারির সম্ভাবনা দেখা দেয়। সাইয়িদ সাহেবের মধ্যস্থতায় ফসাদ শেষ হয়ে যায়, না হয় খুনাখুনির সম্ভাবনা ছিল।

দস্যু সাদের সাক্ষাৎ

অর্ধপথ অতিক্রম করার পর তাঁরা যে পাহাড়টির সামনে উপস্থিত হন সেখানে ছিল ডাকাত দলের সর্বাধিনায়ক সাদ এর আবাস স্থল। আল্লাহর মেহেরবাণীতে সাদ ডাকাত তাঁর দলের কয়েকজন লোককে নিয়ে অর্ধরাত্রে সাইয়িদ সাহেবের নিকট উপস্থিত হয়। সে মুসাফাহা-মুআনাকা করার পর অনেক্ষণ দলবল সহ সাইয়িদ সাহেবের সামনে বসে থাকে। বিদায়কালে সাইয়িদ সাহেব সাদকে কিছু হাদিয়া দেন। ডাকাত সর্দার চলে গেলে সমস্ত কাফেলা শান্তিতে নিদ্রাগমন করেন।

ওয়াদিয়ে ছুগরায় মাযার যিয়ারত

এখান থেকে দু'মনযিল পথ অতিক্রম করে ওয়াদিয়ে ছুগরায় পৌছেন। সেখানে হযরত আবূ উবায়দা বিন হারিছ (রাঃ) এবং শায়খ আব্দুর রহীম ইয়ামেনী (রঃ)-এর মাযার শরীফ যিয়ারত করেন।

কাফেলার উপর দস্যু দলের আক্রমণ

ওয়াদিয়ে ছুগরা থেকে রওয়ানা হয়ে এমন এক স্থানে উপস্থিত হন যেখান থেকে মদীনা মুনাওয়ারা মাত্র তিন মাইলের পথ। সাইয়্যিদ সাহেব জ্বরে আক্রান্ত হন এবং মাথা ব্যথা অনুভব করেন। এমনি সময় চতুর্দিক থেকে দস্যুরা কাফেলার উপর আক্রমণ করে বসে। ডাকাত দল লুণ্ঠন ও হত্যা আরম্ভ করবে এমন সময় উষ্ট চালকদের সর্দার ডাকাত সর্দারের সামনে উপস্থিত হয়ে বলেন, এ কাফেলার সাথে প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র ও খাদ্যদ্রব্য ছাড়া আর কিছুই নাই। ভাগ্যক্রমে উষ্ট চালকদের সর্দারের নিকটাত্মীয় ছিলেন ডাকাত সর্দার। তিনি আরো বললেন যে, আহমদ শাহ পাশা আমার নিকট এ কাফেলাকে সোপর্দ করে নিরাপত্তার নিশ্চয়তার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন। এতে ডাকাতরা প্রত্যাবর্তন করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার লাভ

রাত্রে সাইয়্যিদ সাহেব স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার লাভ করেন। তিনি দেখেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাইয়্যিদ সাহেবের রোগ পরিচর্যার উদ্দেশ্যে তাশরীফ এনেছেন। সঙ্গে রয়েছেন হযরত ফাতিমা (রাঃ), আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রাঃ), হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসাইন (রাঃ)। তাঁরা পবিত্র হাত সাইয়্যিদ সাহেবের সিনায় রেখে সান্ত্বনা দেন এবং বহু শুভ সংবাদ দান করেন।

মাদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ

ঐ দিন প্রায় অর্ধেক রাতে মাদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করেন। শহরের বাহিরের ঈদগাহের নিকট একটি অঙ্গনে রাত্রি যাপন করেন। ভোরে প্রবেশদ্বার খুলা মাত্র প্রবেশ করেন এবং মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে ইশরাক নামায পড়ে রাওদ্বা মুবারকে উপস্থিত হন। যিয়ারত শেষ করে

কয়েকটি ঘর ভাড়া করে কাফেলাসহ অবস্থান করেন। ২৫ দিন পর্যন্ত পবিত্র স্থান সমূহ যিয়ারত ও দর্শন করেন। ইতিমধ্যে বহু মদীনাবাসী সাইয়িদ সাহেবের নিকট বায়আত করেন।

পাক রাওদ্বা মুবারক

সাইয়িদ সাহেবের নিকট যে সকল বুযুর্গানে কিরাম বায়আত করেন তাঁদের মধ্যে গাওসে মাদীনা আউলিয়াগণের ছরতাজ খাজা আলমাছ (রঃ) একজন। খাজা আলমাছ (রঃ)-এর সহায়তায় কয়েকবার সাইয়িদ সাহেব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাওদ্বা মুবারকে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করেন। তিনি রাওদ্বা মুবারকে প্রবেশ করে দু'ঘন্টা পর্যন্ত একাধারে মুরাকাবায় বসতেন।

সাইয়িদ সাহেবের মক্কা শরীফ প্রত্যাবর্তন

১২৩৮ হিজরী সনের ২৬শে রবিউল আউয়াল সাইয়িদ সাহেব পুনরায় স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার লাভ করেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন যে মুচকি হেসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন হে আহমদ! তোমার কাফেলাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি মক্কা শরীফ চলে যাও। কেননা অত্যাধিক ঠান্ডায় তোমার কাফেলার লোকদের কষ্ট হচ্ছে।

স্বপ্ন দেখে সাইয়িদ সাহেব মক্কা শরীফ প্রত্যাবর্তনের জন্য আয়োজন করেন। তিন দিনের মধ্যে সওয়ারী ইত্যাদি সব ব্যবস্থা করে ২৯শে রবিউল আউয়াল ১২৩৮ হিজরী মাদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা হয়ে যুলহুলাইফায় পৌছেন। যুলহুলাইফায় উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কা শরীফের দিকে রওয়ানা হন। ১১ মনযিল অতিক্রম করে মক্কা শরীফ পৌছেন।

সাইয়িদ সাহেব পরবর্তী রামাদ্বান মাস মক্কা শরীফে অবস্থান করেন এবং পূর্বের রামাদ্বানের মত উমরা ইতিকাফ ও অন্যান্য ইবাদতে মশগুল থাকেন। ১৫ শাওয়াল পর্যন্ত মক্কা শরীফে অবস্থান করেন। ১৫ শাওয়াল তিনি ইলহাম মারফত দেশে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ পান। শাওয়ালের শেষ পনের দিনে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং ১লা যিলকদ ১৩৩৮ হিজরী মক্কা শরীফ থেকে রওয়ানা হন। সারারাত পথ চলে পরদিন সকালে জেদ্দায় উপস্থিত হন। বিভিন্ন দেশের হাজীগণ সাইয়িদ সাহেবের হাতে বায়আত করেন। হজ্জ উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত সহস্র সহস্র হাজী সাইয়িদ সাহেবের হাতে বায়আত করেন। মক্কা শরীফের যে তিনজন বুযুর্গ ব্যক্তি সাইয়িদ সাহেবের কাছে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন তা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১. হানাফী ইমাম মুস্তফা

২. বায়তুল হারামের শামসুদ্দীন শাতা মিছরী

৩. মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব "সিরাতে মুসতাকিম" কিতাবখানা আরবীতে তরজমা করে উক্ত বুযুর্গগণকে দেন।

তাছাড়া যে সমস্ত উলামায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীন সাইয়িদ সাহেবের নিকট বায়আত করেন তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

১. শায়খ আহমদ আলী ছিন্দি।

২. শায়খ আহমদ বিন ইদরিস মাগরিবী বাদশাহের ওযীর- বুখারী শরীফ ও বুখারী শরীফের ভাষ্য কস্তলানী উক্ত বুযুর্গের কণ্ঠস্থ ছিল।

৩. উমর বিন আব্দুর রহমান যিনি সুখ্যাত হানাফী মাযহাবের মুহাদ্দিস ছিলেন।

তাছাড়া মুসলিম বিশ্বের হাজার হাজার আলিম সাইয়িদ সাহেবের হাতে বায়আত করেন।

অনুরূপভাবে হুদায়বিয়া, জিদ্দা, মাখা ও অন্যান্য স্থানে সহস্র সহস্র লোক বায়আত করেন। ফলে সাইয়িদ সাহেবের খলীফাগণের মাধ্যমে সমস্ত মুসলিম বিশ্বে হিদায়তের সিলসিলা জারী হয়।

জিদ্দাঃ সাইয়িদ সাহেব কাফেলাসহ ছয়দিন জিদ্দায় অবস্থান করেন। জাহাজ ইত্যাদি ভাড়া করে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করে সপ্তম দিনে জিদ্দা থেকে রওয়ানা হন। সাতদিন পথ চলার পর মাখায় পৌঁছেন যয়াদিয়া দলের হিদায়াতের উদ্দেশ্যে পনের দিন মাখায় অবস্থান করেন। জাফর তানেশ্বরী তার কিতাবে লিখেছেন যে, নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় যে, হজ্জ সফরে বহু জীন হযরত সাইয়িদ আহমদের নিকট বায়আত করেন।

বোম্বেঃ বর্ষা মওসুমে সমুদ্রের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। তবুও আল্লাহ তাআলার মেহেরবাণীতে তাঁরা চৌদ্দ দিনে মাখা থেকে বোম্বে পৌঁছেন। জাহাজ পরিচালক ও ব্যবসায়ীগণ বলেন "চল্লিশ বছরের মধ্যে এত প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে কোন জাহাজ এত দ্রুত গতিতে সামুদ্রিক পথ অতিক্রম করতে পারেনি।

বোম্বেবাসী মুসলমানরা দীর্ঘ দিন থেকে সাইয়িদ সাহেবের আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। তাই কলকাতার মত এখানেও সহস্র সহস্র লোক বায়আত করেন। এখানে বেশিদিন অবস্থান না করে কয়েকজন খলীফা নিয়োগ করে কলিকাতায় রওয়ানা হন। এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় পৌঁছেন।

কলিকাতাঃ প্রত্যাবর্তনের পথ কলিকাতায় দুই মাস কাল অবস্থান করেন। পূর্বের মত হাজার হাজার লোক বায়আত করে হিদায়ত প্রাপ্ত হন। সাইয়িদ হাময়া নামক এক ব্যক্তি স্বর্ণ ও অন্যান্য জওহরাত নিয়ে কলিকাতায় এসেছিলেন। তিনি সাইয়িদ সাহেবের হাতে বায়আত করেন। সাইয়িদ সাহেব তাকে তালিম ও তলকিন করেন এবং খিলাফতনামা প্রদান করে একখানা ছিরাতে মুসতাকিম প্রদান করে বার্মাবাসীর হিদায়াতের উদ্দেশ্যে

প্রেরণ করেন। ঐ ব্যক্তি বার্মায় পৌঁছে হাজার হাজার লোককে হিদায়াতের পথে নিয়ে আসেন।

বেরেলী প্রত্যাবর্তনঃ কলিকাতায় দু'মাস অবস্থান করে নৌকা যোগে পূর্বের মত বিভিন্ন স্থানে হিদায়তের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন মত অবস্থান করে ১৩৩৯ হিজরী সনের শাওয়াল মাসের ২৯ তারিখ ২ বছর এক মাস পর ফিরে আসেন।